CALCUTTA UNIVERSITY

বৈশাখ—১৩৫৬

আর্থিক উন্নতি

২৪শ বর্ষ—১ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'প্রোত্তম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI
(Economic Progress)
Established April, 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar. *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta
Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE APRIL-MAY NUMBER, 1949.

Section 1. Wealth of Bengal: High Price of Rice and Paddy. p. 2.

Section 2. Economic India: Bombay Govt. Budget. Final Forecast of Groundnut Cultivation. p. 3.

Section 3. World Economy: Number of Unemployed in Europe on the Increase. Budget of the Central Pakistan Government. p 4.

Section 4. Men, Institutions and Movements: The World Health Association. A New International Trade Union. Indo-Iran Association. p. 5.

Section 5. Interview: Industrial Research and Industrial Development. p. 6.

Section 6. World of Journals: *The Indian Quarterly.* p. 7.

Section 7. Reviews: The Machine of Soviet Strength. p. 8.

Section 8. Bibliography: 4 books announced. p. 9.

Article : Girish Chandra Sen and the Nineteenth Century in Bengal. By Tripura Sankar Sen. p. 9.

বাংলার সম্পদ

ধান চাউলের উচ্চমূল্য

সরকার হইতে পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গত ১লা মে হইতে ধান-চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূম এই জেলা-গুলিতে সরু ধানের মণ ১০৲ টাকা ও অন্যান্য প্রকারের ধানের মণ ৯৷০ টাকা এবং সরু চাউলের মণ ১৬৷০ টাকা ও অন্যান্য চাউলের মণ ১২৷০ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। সরকার কর্ত্তৃক অনেক দিন হইতে ধান চাউলের এই দর-বাঁধাবাঁধি চলিয়াছে, কিন্তু তাহা কার্য্যকর হইতেছে কোথায়? যদিও সরকারী গুদামে ধান পৌঁছাইয়া মিলে সরু ধান ছাড়া সকল ধানের মণ ৭৷০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইতেছে, কিন্তু ঐ সরকারী গুদামের সন্নিকটস্থ সাধারণ ধানের আড়তে ৮৲ টাকা মণের কমে স্থানীয় ক্রেতাগণ সাধারণ ধান ক্রয় করিতে পাইতেছে না। এইরূপ চাউলের দরও সরকার কর্ত্তৃক বাঁধা দর অপেক্ষা এক কি দেড় টাকা অধিক দরে প্রতিদিন বিক্রয় হইতেছে। ইহাতে ক্রেতা সাধারণের বিশেষতঃ দিন কিনিয়া দিন খাওয়া ছাড়া যাহাদের গত্যন্তর নাই, দেশের সেই শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোকের খুবই কষ্ট হইতেছে। তা ছাড়া অধিক লাভের আশায় এক শ্রেণীর বিক্রেতারা সরকারী গুদামে ধান চাউল বিক্রয় করিতে না চাওয়ায় বিভিন্ন স্থানে ধান-সংগ্রহকারীদের অতিরিক্ত ধান আটক করা চলিয়াছে। অবশ্য সরকার কর্ত্তৃক এই ধান আটক বা গ্রহণ করিয়া যদি উহা বাহিরে চালান না দিয়া স্থানীয় অভাবগ্রস্ত নিরন্ন ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে ইহাতে কাহারও কোনরূপ অশান্তি ও অসন্তোষের কারণ থাকিত না; কিন্তু কার্য্যতঃ তা' না করিয়া বাহিরে সেই ধান চালান দেওয়ায় দুর্ভাবনার কারণ হইয়াছে।

নিরন্নদের অন্নের সন্ধান করিয়া দেওয়াই যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয়, তবে এক স্থানের নিরন্ন ব্যক্তিদের জন্য আর এক স্থানের অধিবাসীদের বিপন্ন করিতে যাওয়া সরকারের পক্ষে কিছুতেই উচিত নহে। এই ধান আটক কি গ্রহণ ব্যাপারের প্রতি যদিও এখান-কার প্রকিওরমেণ্ট কর্ত্তার সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে, কিন্তু এই সুবিস্তৃত অঞ্চলের কোথাওও যে কোন ধান আটক কি সংগ্রহ ব্যাপারে কোনরূপ বিধি-বহির্ভূত অনাচার না ঘটিতেছে, এমন নহে। বর্ত্তমান বৎসর এই অঞ্চলে অল্প শস্য জন্মিয়াছে অথচ উৎপন্ন শস্যের অনেকাংশই বাহিরে চালান দেওয়া হইতেছে। সরকারী বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া সরকারী গুদামে তাহা স্থায়ি-ভাবে মজুদ রাখিবার বা স্থানীয় নিরন্ন বিপন্ন ক্রেতাদের কাছে নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রয় করিবার উপায়টী পর্য্যন্ত প্রকিওরমেণ্ট অফিসারের নাই।

সরকার কর্ত্তৃক দর বাঁধিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি বিক্রেতাদের সকলকে ঐ নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হইত এবং তা' না করিলে তাহাদের সব মালেরাপ্ত করা ও অন্যবিধ শাস্তির ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে কখনই আর এই বিভ্রাটের সৃষ্টি হইত না। বর্ত্তমানে এখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা যে ঐসব পরিস্থিতির বিষয় কর্তৃপক্ষের গোচর না করাইতেছেন এমন মনে হয় না। আমরা তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া এবং এতদঞ্চলবাসীর ভাবী দুর্দ্দিনের বিষয় চিন্তা করিয়া কর্তৃপক্ষ যাহাতে এ অঞ্চলের সরকারী গুদামে সংগৃহীত অথবা আটক করা ধানগুলি ঐ গুদামেই জমা রাখেন ও নিতান্ত প্রয়োজন মত স্থানীয় ক্রেতাদের কাছে নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন সেই অনুরোধ করিয়া আসিতেছি।

ধান চাউলের সরকারী বাঁধা উচ্চদর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাহা কার্য্যকরী করিয়া বর্ণে বর্ণে পালনের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে দেশবাসীর পক্ষে ইহাকে একটা প্রহসন মনে করা অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(নীহার)

আর্থিক ভারত

ভারত গবর্ণমেণ্টের বাজেট

অর্থ-সচিব ডাঃ জনমাথাই গণ-পরিষদে ভারতীয় ডোমিনিয়নের দ্বিতীয় বার্ষিক বাজেট উত্থাপন করিয়া ঘোষণা করেন যে, আগামী বৎসর আয়ব্যয়ে ১৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। বর্ত্তমানে যে কর-হার নির্দ্ধারিত আছে, তাহার ভিত্তিতে আগামী বৎসর আয় হইবে ৩০৭ কোটি ৭৪ লক্ষটাকা এবং ব্যয় হইবে ৩২২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। ফলে ঐ পরিমাণ টাকা আয়-ব্যয়ে ঘাটতি দাঁড়াইবে। চলতি বৎসরের আর্থিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ডাঃ মাথাই বলেন যে, এই বৎসরের বাজেটে আয় ২৫৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান সংশোধিত হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, আয় বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫৮ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা হইবে। অপরপক্ষে বাজেটের হিসাবের অপেক্ষায় ব্যয় ৮২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩৯ কোটি ৮৭ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। ফলে, চলতি বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ ১৪ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বাজেটের কালে ঘাটতি ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল।

বাজেটের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি এই :—মূলধনের মূল্যবৃদ্ধিজনিত কর-বিলোপ, সর্ব্বনিম্ন ও মধ্যম স্তরের আয়-করদাতাদের কর হ্রাস, সুপার ট্যাক্স হ্রাস, তৈলবীজ ও উদ্ভিজ তৈলের রপ্তানি-শুল্ক বিলোপ, শিল্প-কারখানার জন্য কাঁচামালের আমদানি-শুল্ক হ্রাস, এয়ারমেলের উপর সারচার্জ্জ বিলোপ, সমস্ত প্রথম শ্রেণীর ডাক সম্ভবমত বিমানযোগে প্রেরণের ব্যবস্থা, ডাক-মাশুলের হার পরিবর্ত্তন, বিলাস-দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক, সিগার ও সিগারেটের উপর নূতন রপ্তানি-শুল্ক, মোটর স্পিরিটের শুল্ক বৃদ্ধি, শর্করার উপাদান-শুল্ক বৃদ্ধি, মোটর টায়ারের উপর শুল্ক বৃদ্ধি, সুতী বস্ত্রের উপরে উপাদান-শুল্ক বৃদ্ধি, এবং রেশমাই-এর উপর শুল্কহার সংশোধন।

বোম্বাই সরকারের বাজেট

প্রাদেশিক পরিষদে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব শ্রীবৈকুণ্ঠ মেহতা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৯—৫০ সনের বাজেট-বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বাজেটে ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে।

শ্রীযুত মেহতা বলেন যে, ৪৮ কোটি ৮০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় হইবে এবং ৫২ কোটি ৪০ লক্ষ, ৭৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ইহাতে ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ঘাটতি দেখা যায়। ইহা ছাড়া যেসকল দেশীয় রাজ্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, উহাদের জন্যও ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

১৯৪৯-৫০ সনে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান খাতে ব্যয়-বরাদ্দ—বিভিন্ন আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে দুই লক্ষাধিক আশ্রয়প্রার্থীর খাদ্য ব্যবস্থা বাবদ ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, সেচ ব্যবস্থার জন্য ৪৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, গৃহ-নির্ম্মাণ ৩৩ লক্ষ, রাসায়নিক সার ৭৫ লক্ষ ৭৫ হাজার, বৈদ্য ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার, কৃষকগণকে মিশ্র সার সরবরাহ বাবদ ৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, শিক্ষা খাতে (বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক প্রাথমিক ও বিশেষ শিক্ষাদান ব্যবস্থা সহ) ৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, এবং বসবাসের ব্যবস্থা করার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ৯ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক সরকারী কর্ম্মচারীর মাসিক মাগ্‌গীভাতা ১০ টাকা করিয়া বর্দ্ধিত করিলে প্রাদেশিক সরকারের প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। রেশন-ব্যবস্থানুযায়ী নির্দ্ধারিত হারে খাদ্য সরবরাহ করিতে গবর্ণমেণ্টের ৪ কোটি টাকার মত ক্ষতি হইবে।

চীনাবাদাম চাষের পূর্ব্বাভাস

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় কৃষি-দপ্তরের অধীন অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান ডিরেক্টরেটের হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৮-৪৯ সনে ভারতীয় ইউনিয়নে চীনাবাদাম চাষের শেষ পূর্ব্বাভাসে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত শস্যক্ষেত্রের মোট পরিমাণ ও উহার উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৯০ লক্ষ ৭৮ হাজার একর ও ৩০ লক্ষ ৭৩ হাজার টন। পূর্ব্ব বৎসর এই পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৭৯ হাজার একর ও ৩৪ লক্ষ ১১ হাজার টন। আলোচ্য বৎসরে জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১ ভাগ হ্রাস পায়।

দুনিয়ার ধনদৌলত

ইয়োরোপের বেকার সংখ্যা বাড়তির পথে

ইয়োরোপের বেকার-সংখ্যা কিভাবে বেড়ে চলেছে তার একটা হিসাব প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ অফিস। তাঁরা বলেছেন যে, গত দু'বছর ধরে ইয়োরোপের ছ'টা দেশে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সেই সব দেশগুলোর মধ্যে ইতালির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বরে বেকারসংখ্যা ছিল ২,১৬১,২৭১ জন। তার আগের বছর ছিল মাত্র চার লাখ। বর্ত্তমান বছরেও সংখ্যা কমতির দিকে নয় বরং বাড়তিরই পথে। ইতালি ছাড়া বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, নুইৎসারল্যাণ্ড এবং ইংলাণ্ড অধিকৃত জার্ম্মানির অবস্থাও তদ্রূপ। বেলজিয়ামে দশ লাখ। জার্ম্মানিতে বিশ লাখ। ফ্রান্সে বিশ লাখ। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ধরা যাক্। এবছরে বেকারের সংখ্যা ত্রিশ লাখ। ১৯৪৮ সনে এই সংখ্যা ছিল বিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার।

কানাডায় এবছর দশ লাখ ষাট হাজার শ্রমিক বেকার অবস্থায় বসে আছে। অর্থাৎ সমগ্র শ্রমিকের ভিতর শতকরা ২·১% জন বেকার।

বৃটেনে এবছরে তিন লাখ উনষাট হাজার বেকারের নাম রেজিষ্ট্রী করা হয়েছে। রেজিষ্ট্রী ছাড়াও অনেক বেকার বসে আছে কাজের অভাবে। ১৯৪৭ সনে সেখানে বেকারের সংখ্যা ছিল তিন লাখ সাত হাজার দু'শো।

শ্রীদিলীপ মালাকার

কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের বাজেট

পাকিস্তান পার্লামেন্টে রাজস্ব সচিব মিঃ গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তান সরকারের ১৯৪৯-৫০ সনের বাজেট পেশ করিয়াছেন। বাজেটে ১৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। রেল, ডাক ও তার বিভাগসহ রাজস্বখাতে ১০৮ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা মোট আয় হইবে এবং ১০৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মোট ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

১৯৪৮-১৯৪৯ সনের সংশোধিত রাজস্ব আদায় ৯৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৯৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা হইয়াছে এবং ৪০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে দেশরক্ষা খাতে ৪০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল।

আগামী বৎসরে এই খাতে ৪৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। রেল, ডাক ও তার বিভাগে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে।

অর্থসচিব বলেন যে, রেল ও ডাক বিভাগের আয় ব্যয় বিয়াও, ৫৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এই বৎসর আয় হইবে। বাজেটের হিসাবাপেক্ষা এই বৎসর ৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বাড়-বাড়ন্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল,

কিন্তু শুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের এবং রেলের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ৪৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। গত বৎসর মাত্র ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। দেশরক্ষা সম্পর্কে অর্থসচিব বলেন যে, রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হইবে। কাশ্মীরে পাকিস্তানী সৈন্যদলকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইতে হইয়াছে। ১৯৪৮ সনে ভারত পূজা কাশ্মীর হইতে সৈন্য উঠিয়াছিল এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্যই তাহাদের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাখা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব খাতে ৪০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে এবং দেশরক্ষা খাতে ৪১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। দেশরক্ষাখাতে ব্যয়বৃদ্ধি সম্পর্কে অর্থসচিব বলেন যে, পাকিস্তান ও ভারত ডোমিনিয়নের মধ্যে রাজনৈতিক শুভবুদ্ধির আত্মবিকাশ দ্বারা সমরায়োজন হ্রাস করিয়া পারস্পরিক বুঝাপড়ার জন্য আপোষরফার সূচনা করা সম্ভব নয়।

অর্থসচিব মিঃ গোলাম মহম্মদ বিদেশ হইতে আমদানি সিগারেট, মদ প্রভৃতি তামাকের উপর পাউণ্ড প্রতি ১৩ টাকা চারি আনা কর ধার্যের প্রস্তাব করেন। তাহা ছাড়া, ভারত হইতে যেসব অপরিহার্য দ্রব্য আমদানি হইবে তাহার উপরও আমদানি-শুল্ক ধার্য হইবে। যেসব বস্তুকে এই শুল্ক হইতে রেহাই দেওয়া হইবে তন্মধ্যে দেড় টাকা পর্যন্ত কাপড় অন্যতম।

বর্তমানে আন্তর্রাষ্ট্রীয় টেলিগ্রামের দর আটটি শব্দের জন্য দশ আনা এবং এক্সপ্রেস টেলিগ্রামের জন্য এক টাকা দশ আনা আছে। এই দর বাড়াইয়া যথাক্রমে বার আনা ও এক টাকা বার আনা করার প্রস্তাব হইয়াছে।

খাদ্যবস্তু, ওষধিতরকারী, দুগ্ধ প্রভৃতিকে বিক্রয়-করের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

জাতিসঙ্ঘ বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংসদ

জাতি-সঙ্ঘ বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংসদের কর্মসূচী কমিটি মানুষকে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে ত্রাণ করিবার জন্য ১ কোটি একর পরিত্যক্ত ভূমির কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে একটী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ছয়টি বৃহৎ এলাকা মনোনীত হইবে এবং জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠন যুক্তভাবে এই কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। রোগ দমন, বিশেষভাবে মহামারী আকারে প্রাদুর্ভূত ম্যালেরিয়া দমন করিয়া খাদ্যোৎপাদন-বৃদ্ধিই এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য।

নয়া বিশ্ব ট্রেড্ ইউনিয়ন

জেনেভায় ৩৮টী দেশের ৪ কোটী ২০ লক্ষ শ্রমিকের প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মেলনে একটি নয়া কমিউনিষ্ট-বিরোধী আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি আগামী ৯ মাসের মধ্যে গঠন করা হইবে এবং কমিউনিষ্ট-পরিচালিত বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের বিরোধিতা করিবে। পৃথিবীতে যতগুলি স্বাধীন ও গণতন্ত্রী ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, তাহাদিগকে এই নূতন প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা হইবে।

বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই নয়া প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা। গত জানুয়ারী মাসে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মার্কিন ও ওলন্দাজ প্রতিনিধিবৃন্দ সমভিব্যাহারে বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন হইতে বাহির হইয়া আসে।

উক্ত নূতন ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ১৪ জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, অষ্ট্রেলিয়া

নিউজিল্যাণ্ড, অ্যাণ্টিনেভিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিনিধিগণকে লইয়া উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে।

নয়া ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান শ্রমিক-আন্দোলনের অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য স্পেনের জনগণের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত স্পেনীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন। পশ্চিম জার্মানি, বার্লিন, অষ্ট্রিয়া এবং জাপানের প্রতিনিধিগণও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-ইরাণী সঙ্ঘ

আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত-ইরাণী সঙ্ঘের উদ্বোধন উপলক্ষে তেহরাণে ভারতীয় সম্প্রদায় বিশেষ আনন্দোৎসব করেন। ইরাণে ভারতীয় দূত সৈয়দ আলী জাহীর আরও অনেক বিশিষ্ট অতিথি, ইরাণ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ এবং বহু সাংবাদিক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

সঙ্ঘের অবৈতনিক সম্পাদক সরদার হরবাণ সিংহ সমাগত অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া বলেন যে, এই সঙ্ঘ গঠিত হইবার ফলে ভারত ও ইরাণের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের নূতন যুগ আরম্ভ হইল। সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে উভয় দেশের অধিবাসিগণ পরস্পর আরও নিকটবর্তী হইবে।

'ইত্তেলাএ' পত্রিকার সম্পাদক মঃ বলিলী এই সঙ্ঘ গঠনের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, ইরাণ ও ভারতের মধ্যে বহু পূর্ব্ব হইতেই সৌহৃদ্য ও পারস্পরিক অনুরাগের যে মধুর ও সুদৃঢ় বন্ধন রহিয়াছে, তাহাই উভয় দেশকে সংস্কৃতির দিক্ হইতে দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

'ইরাণ বাস্তান' পত্রিকার সম্পাদক সইদ আজাদ ভারতের দীর্ঘস্থায়ী আজাদীর সাফল্যের প্রশংসা করেন। ভারত যে শেষপর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছে তাহার এই জয় নৈতিকতার বিরাট জয়। ভারতই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে স্বাধীনতার অগ্রদূত। ভারত ও ইরাণের মৈত্রী সম্পর্ক অতি পুরাতন। তিনি আল্লার নিকট প্রার্থনা করেন যে, উভয় দেশের এই মৈত্রীবন্ধন আরও আন্তরিকতা এবং দৃঢ়তাপূর্ণ হউক।

মোলাকাৎ

শিল্প-গবেষণা ও শিল্পোন্নতি

(শ্রীবিনয়কুমার সরকারের সহিত কথোপকথন)

প্রঃ—শিল্পোন্নতির জন্য যেখনাদ সাহার পাঁতি এক কথায় বলিতে পারেন ?

উঃ—প্রত্যেক স্বদেশ-সেবকেরই পাঁতি অনেকগুলা। যেখনাথ সাহার অন্যতম প্রধান চাহিদা হচ্ছে—শিল্প-গবেষণার জন্য পরিষৎ। তার প্রতিষ্ঠাতা হবে শিল্প কারখানার মালিকেরা একমাত্র ইস্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের ওপর শিল্প-মালিকদের নির্ভর করা উচিত হবেনা।

প্রঃ—আপনিওতো অনেকবার বোধ হয় একথা বলেছেন ? নতুন কি পাচ্ছি ?

উঃ—অনেকদিন ধরে অনেক জায়গায় এই পাঁতি ঝাড়া আমার দস্তুর। যাদবপুরের কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিংএ এঞ্জিনিয়ারিং-বিষয়ক গবেষণার ব্যবস্থা নাই। এই অসম্পূর্ণতার কথা আমি নানা উপলক্ষে বলেছি। তার জন্য স্বতন্ত্র লোক চাই, টাকা চাই। কিন্তু যেখনাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবে ইস্কুল-কলেজের ভেতরকার গবেষণার ওপর নজর নাই।

প্রঃ—নজর তবে কোন্ দিকে ?

উঃ—ইস্কুল কলেজের বিজ্ঞান-মাষ্টারেরা যা-কিছু গবেষণা করে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা চলবে না। কারখানার

মালিকেরা রাসায়নিক শিল্প, যান্ত্রিক শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা না করলে বাঙালীর শিল্পোন্নতি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে বাধ্য। এই মতটার উপরই মেঘনাদের জোর। তার সঙ্গে এবিষয়ে আমার মিল ষোলআনা। যখনই সুযোগ পেয়েছি আমি তখনই এই ধরণের পাতি রেখেছি।

প্রঃ—কিন্তু এরূপ প্রতিষ্ঠান বাঙালীরা খাড়া করতে পারবে কি?

উঃ—কলকাতার মারোয়াড়ীরা পারবে। বাঙালীর এক্ষেত্রে ঘুরোন হবে কিনা সন্দেহ। বাঙালীরা হয়ত জোর আর কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক নিযুক্ত করতে পারে ৭৫—১৫০—৩০০৲ টাকার মাসিক বৃত্তি দিয়ে। তবে মারোয়াড়ীদিগকেও আমি বাঙালী বলি। সে হিসাবে মেঘনাদের পাতি বাঙালী সমাজে চলতে পারে।

প্রঃ—বাঙালী ও মারোয়াড়ীতে এ প্রভেদ করছেন কেন?

উঃ—সোজা কথা। মারোয়াড়ীরা বড় বড় কারখানা চালাচ্ছে—কাজেই কারখানার কোথায় গলদ আর কোন পথে উন্নতি এই সম্বন্ধে তাদের মুড়ো সজাগ। এইজন্যই তাদের পক্ষে শিল্পোন্নতির জন্য খোঁজখবর অনুসন্ধান গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবার বাড়া আছে।

প্রঃ—কিন্তু বাঙালীদের মগজ কিরূপ?

উঃ—আগে বড়-বড় শিল্পের, কারখানার, ফ্যাক্টরীর মালিক হতে অভ্যাস করুক বাঙালীর বাচ্চারা। তারপর আপনাআপনিই গবেষণার তাগিদ আসবে। গবেষণা-ঠবেষণা শিল্পপতির কাছে বাতিকের জিনিষ নয়। এসব তাদের পক্ষে জীবনমরণের সমস্যা। যাদের শিল্প নাই অথবা যেহাৎ নগণ্য শিল্প তাদের আবার শিল্প-গবেষণা কি? এজন্য তাদের মগজ খেলতেই পারে না।

পত্রিকা-জগৎ

দি ইণ্ডিয়ান্ কোয়ার্টারলি

(জানুয়ারী-মার্চ্চ, ১৯৪৮)

আলোচ্য সংখ্যায় চীনের নতুন রাষ্ট্র-কাঠামো শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

চীনের নতুন রাষ্ট্র-কাঠামো স্থির করা হইয়াছে ১৯৪৬ সনের নবেম্বর মাসে আহূত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে। মোট ২০০০ জন সদস্য অধিবেশনে যোগদান করে। ইহাদের মধ্যে কুওমিনতাং সদস্যসংখ্যা প্রায় ১৮০০। কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ডেমোক্রাটিক লীগ অধিবেশন বর্জ্জন করে। মোট কথা জেনারেলিসিমো চিয়াংকাইশেক গায়ের জোরেই চীনের নতুন রাষ্ট্র-কাঠামো স্থির করেন। কম্যুনিষ্টরা এইজন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধের ফলে চিয়াং গভর্ণমেণ্ট পরাভূত হইয়াছে। কাজেই এখন আবার নতুন রাষ্ট্রকাঠামো গঠন করা হইবে। তাহা সত্ত্বেও চিয়াং গভর্ণমেণ্ট যে রাষ্ট্র-কাঠামো স্থির করেন সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বা বিফল হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

এই রাষ্ট্রকাঠামো ১৪টি অধ্যায় ও ১৭৫টি ধারায় বিভক্ত। বলা বাহুল্য, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকার অধিকার—ডাঃ সুন ইয়াৎসেনের এই বিখ্যাত ত্রি-নীতিকে ভিত্তি করেই নতুন রাষ্ট্র-কাঠামো নির্দ্ধারিত হইল উহার মুখবন্ধে ঘোষণা করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে পূর্ব্বেকার পঞ্চ ইউয়ান প্রথা সংরক্ষিত হইলেও আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুসরণ করা হইয়াছে।

চীনের এই অস্থায়ী নতুন গঠনতন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা খুব বেশী বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। শাসনক্ষমতা পাঁচটি ইউয়ানের উপর অর্পিত হইলেও সর্ব্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ অর্পণ করা হইয়াছে প্রেসিডেণ্টের

হাতে। ইনি ৬ বছরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন এবং দ্বিতীয়বারও নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। পাঁচ ইউয়ানের প্রেসিডেন্ট নিয়োগও এঁর হাতে। ইনি রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ সেনাপতি। যুদ্ধ ঘোষণা করা, সন্ধি করা, বড় বড় রাজপদে বহাল-নিয়োগ, অভিনাস জারি ইত্যাদি ক্ষমতা এঁর হাতে ন্যস্ত থাকিবে।

একজিকিউটিভ্ ইউয়ান্ অনেকটা মন্ত্রিসভার মত। প্রেসিডেন্ট প্রধান মন্ত্রীর মত কাজ করে। লেজিসলেটিভ্ ইউয়ান চীনের পার্লামেন্ট। গণ-পরিষদ আহূত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান দেশের আইন-কানুন প্রণয়ন করে। কন্ট্রোল ইউয়ানটি প্রেসিডেন্ট হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারে। একজামিনেশন ইউয়ানের হাতে রাজকর্ম্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, প্রমোশান ইত্যাদি নির্ভর করে। জুডিসিয়াল ইউয়ান চীনের সর্ব্বোচ্চ আদালতরূপে কাজ করে। নতুন শাসনতন্ত্রে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কয়েকজন সর্ব্বোচ্চ বিচারক জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে এবং নতুন নতুন আইন ও অভিনাস-গুলোও বিচার করিয়া দেখতে অধিকারী।

চীনের প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলি সম্বন্ধেও যথেষ্ট বিশেষত্ব দেখা যায়। এইসমস্ত গবর্ণমেন্ট একেবারে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতের পুতুল নয়। প্রাদেশিক আইন সভাগুলি আপন আপন এলাকার আইন-কানুন প্রণয়নে অধিকারী। চীনা রাষ্ট্রকাঠামোর আর একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রাদেশিক গবর্ণর এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকেও নির্ব্বাচিত হইতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে কম্যুনিষ্টদের অসন্তোষের পর যে আবার নতুন রাষ্ট্র-কাঠামো সংগঠিত হইবে তা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। চীনের কম্যুনিষ্ট নেতা নতুন শাসনতন্ত্র রচনায় উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

সমালোচনা

দি মেসিন অব সোভিয়েট ট্রেড; জর্জ বি ক্রেসী ১৯৪৫; লণ্ডন; জর্জ জি হ্যারাপ্ এণ্ড কোং।

আলোচ্য গ্রন্থে ভৌগোলিকের চোখে সোভিয়েট শক্তির আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক ভিত্তিটা যাচাই করতে চেষ্টা করা হইয়াছে। সোভিয়েট মুলুকের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ্ এবং গতিধর্ম্মী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তির মূল উৎসরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ভৌগোলিক অবস্থাও ইহার শক্তির অন্যতম কারণ। চার লক্ষ বর্গমাইল অর্থাৎ পৃথিবীর মোট ভূভাগের এক-ষষ্ঠাংশ ইহার অন্তর্গত। কাজেই বাঁচিবার মত স্থানের জন্য এই রাষ্ট্রকে কখনই ভাবিতে হইবে না। এই সমস্ত জমির বিরাট অংশ অবশ্যই হইলেও চাষের যোগ্য বহু জমি রহিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এখানে পাঁচগুণ বেশী জমি আছে। তাছাড়া এই দেশ করলা, তেল, লোহা, তামা এবং এলুমিনিয়ামে পরিপূর্ণ। মোটের উপর সোভিয়েট রুশিয়া পরলা নম্বরের বিশ্বশক্তিতে পরিণত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

সোভিয়েট রুশিয়ার বিরাট লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদ্ পূর্ব্বেও ছিল। কিন্তু সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থা গুরুতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। বিজ্ঞানের বলে ক্রমশঃ পতিত জমিগুলো শস্য-সম্পদে ভরিয়া উঠিতেছে। ১৯১৩ সন থেকে ১৯৪০ সনের মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ২৬২ থেকে ৩৭৩ মিলিয়ন একরে বর্দ্ধিত হইয়াছে। রুশিয়া বর্ত্তমানে পৃথিবীর সেরা রাই, ওট, আলু ও গম উৎপাদক দেশে পরিণত। শিল্পক্ষেত্রে সোভিয়েট অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯৩৮ সনে সোভিয়েট রুশিয়ার শিল্পদ্রব্য উৎপাদন বাড়িয়াছে ৯০০%। কয়েকটী শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে রুশিয়া ইয়োরোপে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। আগ্রারিয়ান্ রিফর্মস্ ইন্ ওয়েষ্টার্ণ ইউরোপ; ১৯১৬; বোম্বে; ভোরা এ্যাণ্ড কোং; ৩৲ টাকা।

২। ব্যাকগ্রাউণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ান ল'; স্যার জর্জ র‍্যাঙ্কিন্; ১৯৪৬; নিউইয়র্ক; কেম্ব্রিজ্ ইউনিভার্সিটী প্রেস; ২·৭৫ ডলার।

৩। এ কণ্টীনেণ্ট অব্ একনপেরিমেণ্ট; সেঃ কর্ণেল সি বি বার্ডউড; ১৯৭৬; লণ্ডন; হেজিংটন, ২১৲ টাকা।

৪। হাউস-বয় ইন্ ইণ্ডিয়া; টুইন্ ইয়ং; ১৯৪৭; নিউইয়র্ক; জন ডে; ২·৭৫ ডলার।

গিরিশচন্দ্র সেন ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র সেন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই শতাব্দীর সেবার্থে বাঙালীর নব-জাগ্রত মনীষা বিচিত্ররূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল এবং এই নব-জাগরণের মূলে ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ। বাঙালী যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মুক্ত আলোর ন্যায় সাদরে অভিনন্দিত করিয়াছিল, ইহার ফলে তাহার মানস-জীবনে প্রথমে কিছুটা বিকৃতি দেখা দিলেও অচিরকালের মধ্যেই সে আত্মস্থ হইয়াছিল। ইহার কারণ, বাঙালী তখনও আপন সৃজনী প্রতিভাকে হারায় নাই। তাই যখন অতলান্ত সাগরের বিপুল তরঙ্গ আসিয়া তাহার মানস-তটে আঘাত করিল, তখন সেই সাগরের উদ্দাম প্রাণ-চাঞ্চল্য অনুভব করিল সে তাহার দেহে, আর সাগরের মতই বিপুল ছন্দে ও নব নব সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করিল সে তাহার মনে; ফলে, বাংলার চীরকালীন সাহিত্য-প্রবাহিণী সহসা বর্ষার দু' কূল-প্লাবিনী তটিনীর দুরন্ত গতি-বেগ লাভ করিল,—ধর্মের ছদ্মবেশ পরা জীর্ণ লোকাচার ও কুসংস্কারকে বাঙালী আঘাত করিল, স্বাজাত্য-বোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র একজন স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষ। তিনি বাস্তবিকই ছিলেন অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত। উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিলেও সেই যুগের যুক্তিবাদ, নাস্তিক্যবাদ, সংশয়বাদ প্রভৃতি তাঁহার উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করে নাই। বেন্থাম ও মিলের হিতবাদ এবং কোম্‌তের মানবতা-বাদ তাঁহাকে বিচলিত করে নাই। তাঁহার আধ্যাত্ম-জীবনে তিনি বিচিত্র অনুভূতিসকল লাভ করিয়াছিলেন। তন্ত্রে বলা হইয়াছে,—মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করে, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য তেমনই বিভিন্ন গুরুকে আশ্রয় করিবে। কেশবচন্দ্র ছিলেন আধ্যাত্ম জগতে এই মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ,—মহামনীষী রাজা রামমোহনের ন্যায় তিনি বহুশ্রুত ও যুক্তিবাদী ছিলেন না,—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনি রক্ষণশীল অথবা শুধুই ধ্যানযোগী ছিলেন না,—তাঁহার মনের গঠন-প্রণালী ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই জন্য আমরা তাঁহার আধ্যাত্মজীবনে একটা গতি, একটা ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া থাকি। শৈশবে দেখি, তিনি হরিনাম জপে তন্ময়; তারপর দেখিতে পাই তিনি জন্ হি ব্যাপ্টিষ্ট, ঈশা ও সেণ্ট পলের নিকট হইতে আধ্যাত্ম-জীবনে প্রেরণা লাভ করিতেছেন। আবার দেখিতে পাই, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লাভ করিতেছেন এবং অসাধারণ বাগ্মিতার ও প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দিগ্বিজয় করিতেছেন,—পরিশেষে তাঁহাকে দেখি সমন্বয়ের আচার্যরূপে, সর্বজাতির ও সর্বধর্মের মহামিলনের মন্ত্রদ্রষ্টারূপে। সাগরে যেমন নানা নদীর জলধারা আসিয়া মিলিত হয়, তেমনি আচার্য কেশবচন্দ্রের মধ্যে এই সময়ে নানা সাধনার ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সময়েই তিনি তাঁহার নববিধানের

আদর্শ স্থাপন করিতেছেন, এবং জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন, সত্য এক এবং অখণ্ড হইলেও দেশে দেশে, কালে কালে, যুগে যুগে উহার প্রকাশ বিচিত্র। আমরা দেখি, সে যুগে বাংলার কত গুণী জ্ঞানী ও ভক্ত মনীষী আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ প্রভাব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অদ্বিতীয় বাগ্মী এবং পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বৈষ্ণব শাস্ত্রে বুৎপন্ন গৌরগোবিন্দ রায় এবং আরবী ফার্সী ভাষায় পারদর্শী গিরিশচন্দ্র সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে দেওয়ান বংশে গিরিশচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। তাঁহার মূল প্রতিভাবহ দেওয়ান হর্পনারায়ণ রায় নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে একজন ধনাঢ্যতম পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পিতামহ রাজমোহন সেন রায় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যগণ সকলেই পারস্য ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রও বাল্যকালে পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। পরে ইংরেজি শিক্ষার জন্য পোগোজ স্কুলে ভর্ত্তি হন। অল্পদিন পরেই তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন এবং পুনরায় পারস্য সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তারপর কিছুদিন নকল-নবিশী করিবার পর সংস্কৃত পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। অল্পকাল সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিবার পরই তিনি সংস্কৃতে কবিতা রচনা ও 'সমস্যা পূরণ' করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ঋতু বর্ণনা করিয়া কবিতা রচনা করেন। ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'চিত্তরঞ্জিকা' নামক সাময়িক পত্রে এই সময়েই তাঁর কবিতা আত্মপ্রকাশ করে। 'কবিতাবিনোদ' নামে তাঁহার একখানি কবিতা-পুস্তকও প্রকাশিত হয়। কিছুদিন সংস্কৃত শিক্ষা করিবার পর তিনি নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়ন করেন, পরে নর্ম্মাল শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়েই তাঁহার গোলস্তান পুস্তকের অনুবাদ বিদ্যোপাধ্যায়মালা (প্রথমভাগ) নামে প্রকাশিত হয়।

(ক্রমশঃ উদ্ধৃত)

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—ধান চালের উচ্চ মূল্য। ২

আর্থিক ভারত ঃ—ভারত গবর্ণমেণ্টের বাজেট। বোম্বাই সরকারের বাজেট। চীনাবাদাম চাষের সেই পূর্ব্বাভাস। ৩

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—ইয়োরোপের বেকার সমস্যা বাড়্‌তির পথে। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের বাজেট। ৪

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—বিশ্বস্বাস্থ্য সংসদ। বিশ্ব ট্রেড্ ইউনিয়ান। ভারত ইরানী-সঙ্ঘ। ৫

গোলকাৎ ঃ—শিল্প গবেষণা ও শিল্পোন্নতি। ৬

পত্রিকা-জগৎ ... ৭

সমালোচনা ৮

গ্রন্থপঞ্জী ... ৯

প্রবন্ধ ঃ—গিরিশচন্দ্র সেন ও বাংলার উনবিংশশতাব্দী—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন। ১

১, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৬

আর্থিক উন্নতি

২৪শ বর্ষ—২য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI
(Economic Progress)
Established April, 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar: *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta
Director
Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE MAY-JUNE NUMBER, 1949.

Section 1. Wealth of Bengal: Effort to Grow More Food. A Scheme for Building a Dry Dock at Chittagong and a Slipway at Barisal. p. 12.

Section 2. Economic India: India's Export to Foreign Lands. Indian Social Welfare Institute. p. 13.

Section 3. World Economy: International Fund. The Number of Unemployed and Employed Men & Women in U. S. Demand for American Books in Foreign Countries. p. 14.

Section 4. Men, Institutions and Movements: Mental Disease in the World. p. 15.

Section 5. Interview: The State Language: (Conversation with a Sanskrit Scholar.) p. 16.

Section 6. World of Journals: *The Manufacturer. Indian Engineering Industries.* p. 17.

Section 7. Reviews: Modern Housing Estates. p. 18.

Section 8. Bibliography: 3 Books Announced. p. 18.

Article : Girish Chandra Sen and the Nineteenth Century in Bengal. By Tripura Sankar Sen. p. 18.

বাংলার সম্পদ

অধিক শস্যোৎপাদন-চেষ্টা

মেদিনীপুর জেলার পার্বত্য অঞ্চলের মরুভূমিসদৃশ যে অনুর্বর ৩,৭০,০০০ একর বিস্তীর্ণ ভূভাগ উপযুক্ত পরিমাণ জল-সরবরাহের অভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, কেলেঘাই, কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া সেচ-ব্যবস্থার দ্বারা উহাকে আবাদী জমিতে পরিণত করিতে পারিলে উহা-দ্বারা অধিক শস্য উৎপাদনের ফলে দেশের অন্ন-সঙ্কট অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে, আমরা এই কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া এই কার্যে আমাদের জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি। আনন্দের বিষয় জাতীয় সরকার এ বিষয়ে এখন উদ্যোগী হইতেছেন। আমরা অবগত হইলাম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া এই দুইটী জেলার সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনুমানিক ৩৭,০৮,০০০৲ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। উহার ফলে ঐ দুই জেলার ২২,১০০ একর পরিমিত জমি চাষের উপযোগী হইতে পারিবে। সেচ-বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার মহাশয় ঐ সব স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিকল্পিত স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। জাতগ্রামের জনসাধারণের পক্ষ হইতে মহকুমার বিভিন্ন সেচ-ব্যবস্থাগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করিবার দাবী তাঁহাকে জানানো হইলে, তিনি ধীরে ধীরে ঐগুলি কার্যকরী করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া জনসাধারণকে সকল কার্যেই কেবলমাত্র সরকারের দিকে তাকাইয়া না থাকিয়া আত্ম-নির্ভরশীল হইয়া সম্মিলিত প্রচেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। তিনি জাতগ্রামের পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে চাঁদপাল খালে বাঁধ দেওয়া, কাঁথা প্রান্তরের ভিত্তি-প্রস্তর সহস্রাধিক জনসমক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপন করিয়াছেন। চারিদিকেই নব নব সরকারী বহু পরিকল্পনা হইতেছে; কিন্তু ঐ পরিকল্পনাগুলি যত শীঘ্র সম্ভব কার্যে পরিণত হইবার সূচনা হইলে দেশের ও দশের প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারিবে।

চট্টগ্রামে শুষ্ক ডক ও বরিশালে স্লিপওয়ে নির্মাণ

পাকিস্তান উন্নয়নবোর্ডের পূর্বাঞ্চলিক সাব-কমিটির সাম্প্রতিক এক বৈঠকে চট্টগ্রাম বন্দরে একটি শুষ্কডক এবং বরিশালে পোত-নির্মাণের জন্য নদীর তীর পাকা করিয়া ও সত্ত ফুট চওড়া একটি "স্লিপওয়ে" নির্মাণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় উন্নয়ন বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে।

উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের বেসামরিক সরবরাহ (ইঞ্জিনিয়ারিং)-বিভাগের ডাইরেক্টর জনাব শরীফ সভাপতিত্ব করেন।

প্রাদেশিক শিল্প ও যানবাহন দপ্তর, আসেট ষ্টীমার কোম্পানী, খালিশার কোম্পানী, রেলওয়ে এবং চট্টগ্রামের পোর্ট কমিশনারদের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত বৈঠকে যোগদান করেন।

প্রকাশ, পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন বন্দরে, বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে শুষ্কডক ও "স্লিপওয়ে" নির্মাণ করার সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই উপলক্ষে পূর্ব-পাকিস্তানে সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হয়। বলা হইয়াছে যে, সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনার উপরই এই প্রদেশের জাহাজ-শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে।

আর্থিক ভারত

ভারতের পণ্য-রপ্তানি

১৯৪৮ সনে ভারত হইতে ৪২০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। রপ্তানীকৃত পণ্যের মধ্যে পাটজাত দ্রব্য সুতীবস্ত্র, নানাপ্রকার বীজ, লাক্ষা, অভ্র, চীনাবাদাম তৈল, তিসি বীজ, রেড়ীর তৈল প্রধান। ১৯৪৮ সনে ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে ১৪১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার পাটজাত দ্রব্য, ২৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকার কাঁচা পাট, ৩৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার সুতী কাপড়, ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার কাঁচা কার্পাস, ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার অকেজো কার্পাস, ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার কাঁচা চামড়া, ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ভসানো চামড়া, ১০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার নানাপ্রকার বীজ, ৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার লাক্ষা, ৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকার অভ্র, ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার ম্যাঙ্গানিজ, ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার চীনাবাদাম তৈল, ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার তিসির তৈল, ৩০ কোটি ২০ লক্ষ টাকার রেড়ীর তৈল এবং ৫৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার চা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বর্দ্ধিত হইলেও ১৯৪৭ সনের তুলনায় ১৯৪৮ সনে উহার রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২ লক্ষ ১৫ হাজার টন, অষ্ট্রেলিয়ায় ১ লক্ষ ১৬ হাজার টন, বৃটেনে ১ লক্ষ ২ হাজার টন, আর্জেন্টিনায় ৭২ হাজার টন, কিউবায় ৩৭ হাজার টন, মিশরে ৩৭ হাজার টন, কানাডায় ২৭ হাজার টন ও চীনে ২০ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে।

ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিযোগিতাহেতু গত বৎসর ভারতের সুতীবস্ত্র বিদেশের বাজারে বিক্রয়ে অসুবিধা ঘটে; ১৯৪৮ সনে পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রে ৩৫ কোটি গজ কাপড় রপ্তানির বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু উহার মধ্যে মাত্র ১৬ কোটি ২০ লক্ষ গজ সমুদ্রপথে এবং ১ কোটি ৩০ লক্ষ গজ স্থলপথে রপ্তানি করা হইয়াছে। পাকিস্তানে রপ্তানীকৃত, বস্ত্র ও তাঁতের কাপড়ের রপ্তানির পরিমাণ ধরিলে ১৯৪৮ সনে বস্ত্র-রপ্তানির মোট পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩০ কোটি ১০ লক্ষ গজ। কিন্তু ঐ সনে মোট ৭৫ কোটি গজ কাপড় রপ্তানির কথা ছিল। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের বস্ত্র-রপ্তানির পরিমাণের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বস্ত্র-রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে।

১৯৪৭ সনের শেষার্দ্ধের তুলনায় ১৯৪৮ সনে কাঁচা কার্পাস রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া যায়।

ভারতীয় সমাজকল্যাণ বিদ্যালয়

মার্কিণ সমাজ-কল্যাণকর্ম্মী মিস ই আর লাকৃ দুই দুই বৎসর ভারতে থাকিয়া সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়াছেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি এশিয়ার অন্যতম সমাজ-কল্যাণ বিদ্যালয়ের সংগঠনকার্য্যে পরামর্শদাতা ও অস্থায়ী অধ্যক্ষের কাজ করেন। দিল্লীতে উক্ত বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়।

মিস লাকৃ যুক্তরাষ্ট্রের শিশুকল্যাণ সমিতির কর্ম্মচারী ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী এবং গবেষণা-উপদেষ্টা। তিনি এই নূতন ভারতীয় বিদ্যালয় সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, দারিদ্র্য ও রোগের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য সুশিক্ষিত সমাজকর্ম্মী গঠনে সহায়তা করিয়া এই নূতন শিক্ষায়তন ভারতীয় সমাজের যথেষ্ট উপকার সাধন করিবে। তিনি বলেন যে, ভারত সরকার দেশের সমাজের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেকটি সরকারী বিভাগেই সমাজ কল্যাণকর্ম্মী নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই নূতন বিদ্যালয়টির নাম হইবে দিল্লী স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক। ইহা হইবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ওয়াই ডাব্লিউ সি; এর জাতীয় বোর্ড হইতে মিস্ লাককে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্য্যে সহায়তা করার জন্য ভারতে প্রেরণ করা

হইয়াছিল। যে সকল প্রতিষ্ঠান এই বিদ্যালয়ের কার্য্যে সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে তাহাদের মধ্যে ওয়াই ডাব্লিউ সি এ অন্যতম।

এই স্কুলের সমস্ত শিক্ষকই ভারতীয়। মিস্ লাক্ এই সকল শিক্ষকদের নির্ব্বাচনের কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মিস্ ডরোথি মোজেস্ এই স্কুলের অধ্যক্ষ হইবেন। মিস্ মোজেস্ নিউ ইয়র্ক ও লিভারপুলের সমাজ-কল্যাণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন।

দুনিয়ার ধনদৌলত

আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার

আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সাম্প্রতিক হিসাব হইতে জানা যায় যে, গত ৩১শে জুলাই তারিখে ইহার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৮,০৪৪,০১,৫০৯ ডলার।

এই হিসাবের বিশদ বিবরণ হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, ৩১শে জুলাই যে কোয়ার্টার শেষ হয় ঐ সময়ে এই অর্থভাণ্ডারের মজুত স্বর্ণের মূল্য ছিল ১৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, কারেন্সি নোট এবং সিকিউরিটীর মূল্য ৪৪২ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার এবং বাকী চাঁদার পরিমাণ ১০৭ কোটী ডলার।

১৯৪৭ সনের মার্চ্চ মাসে সর্ব্বপ্রথম উক্ত অর্থভাণ্ডার মুদ্রা-বিনিময়ের কাজ শুরু করে। তখন হইতে এপর্য্যন্ত বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র এই ভাণ্ডার হইতে মোট ৭২ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের কারেন্সি ক্রয় করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

যুক্তরাষ্ট্রে কর্ম্মরত এবং বেকার নরনারী

যুক্তরাষ্ট্র সেন্সাস ব্যুরোর একটি সাম্প্রতিক হিসাবে প্রকাশ, গত (জুন, মাসে) যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামরিক ভাবে নিযুক্ত কর্ম্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৩৯,১৯,০০০। নবেম্বর মাসের পর ইহাই অসামরিক কর্ম্মীর সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা।

গত ১লা জুন যুক্তরাষ্ট্রে কর্ম্মরত নরনারীর মোট সংখ্যা ৯,২৪,০০০ বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে, আলোচ্য মাসে বেকার নরনারীর সংখ্যাও ৪,৮৯,০০০ বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৩১,১৮,০০০-এ দাঁড়ায়। সেন্সাস্ ব্যুরো এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলেন যে, জুন মাসে বহু ছাত্রছাত্রী স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপন করিয়া বাহির হওয়াতেই কর্ম্মরত এবং বেকার নরনারীর সংখ্যা এইরূপভাবে বৃদ্ধি পায়। সেন্সাস ব্যুরো আরও বলেন যে, এইমাসে প্রতি তিনজন কর্ম্মপ্রার্থীর মধ্যে দুইজন কাজ পাইয়াছে।

আলোচ্য মাসে নূতন কর্ম্মপ্রাপ্ত নরনারীর মধ্যে প্রায় ৭,২০,০০০ কর্ম্মী কৃষিকাজে নিযুক্ত হয় এবং প্রায় ২,০০,০০০ কর্ম্মী কৃষি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ পায়।

তবে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে যুক্ত-রাষ্ট্রে কর্ম্মরত নরনারীর মোট সংখ্যা একবৎসর পূর্ব্বের চাইতে সতর লক্ষ বাড়িয়া গিয়াছে। কৃষিকাজে নিয়োগের সংখ্যা আলোচ্য বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং কৃষি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োগের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। আরও বলা হইয়াছে যে, কৃষি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সমস্ত কর্ম্মী বেকার হইয়া পড়েন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকের বয়স হাই স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর বয়সের সমান।

সেন্সাস ব্যুরো যে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার মধ্যে ছাত্র-কর্ম্মীদিগকেও ধরা হইয়াছে। তবে যাহাদের বয়স চৌদ্দ বৎসরের কম তাহাদিগকে এই হিসাবে ধরা হয় নাই।

বিদেশে মার্কিণ পুস্তকের চাহিদা

আমেরিকার পুস্তক-ব্যবসায় সংক্রান্ত সংবাদপত্র

'পাবলিশার্স উইকলি' জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পর হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী পুস্তকের আমদানি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৪৫ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি পুস্তকের মূল্য ছিল ৩৪ লক্ষ ডলার, ১৯৪৬ সনে উহা বাড়িয়া হয় ৫৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ডলার। ১৯৪৮ সনে উহা দাঁড়ায় গিয়া ৮০ লক্ষ ডলারে।

অন্যদিকে ১৯৪৭ সনের অপেক্ষা ১৯৪৮ সনে বিদেশে মার্কিণ পুস্তকের রপ্তানিও কিছু কমিয়া যায়। ১৯৪৭ সনে বিদেশে রপ্তানি করা হয় ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ডলারের বই, ১৯৪৮ সনে রপ্তানি করা হয় প্রায় ২ কোটি ডলারের বই।

'পাবলিশার্স উইকলি' মন্তব্য করিয়াছেন, অন্যান্য মার্কিণ পণ্যের রপ্তানি-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের রপ্তানিও হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৭ সনে মোট ১৭৭০ কোটি ডলার মূল্যের মার্কিণ পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছিল। ১৯৪৮ সনে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৮০ কোটি ডলার। প্রায় সকল দেশেই ডলারের অভাব, আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিযোগিতার ফলে অন্যান্য মার্কিণ পণ্যের আমদানি হ্রাস পাইয়াছিল। একই কারণে ঐ সকল দেশে মার্কিণ পুস্তকের আমদানিও হ্রাস পায়।

বিদেশী ভাষার পুস্তকের উপর আমেরিকার কোনও রপ্তানি শুল্ক নাই। তৎসত্ত্বেও ১৯৪৮ সনে সর্বাধিক পরিমাণে বৃটিশ পুস্তক আমেরিকায় আমদানি করা হয়; উহার পরিমাণ আমদানীকৃত মোট পুস্তকের অর্দ্ধেকেরও অধিক ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যেসকল দেশ হইতে আমেরিকায় পুস্তক আমদানি করা হয় তন্মধ্যে কানাডা, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী, জার্ম্মানি, সুইডেন প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৮ সনে যেসকল দেশ মার্কিণ পুস্তক আমদানি করে, তাহার মধ্যে কানাডা, বৃটেন, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, চীন ও জার্ম্মানির নাম উল্লেখযোগ্য।

'পাবলিশার্স উইকলি' এই মন্তব্যও করিয়াছেন যে ১৯৪৭ সনেই বিদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মার্কিণ পুস্তক রপ্তানি হয়। ১৯৪৮ সনে উহা হ্রাস পাইলেও, যুদ্ধের পূর্ব্বে যত মূল্যের মার্কিণ পুস্তক বিদেশে রপ্তানি হইত, ১৯৪৮ সনে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যের পুস্তক বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহা হইতেই যুদ্ধের পরে বিদেশে মার্কিণ পুস্তকের অভূতপূর্ব্ব চাহিদার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত পত্রিকা একথাও বলেন যে, আমেরিকারও বিদেশী পুস্তকের চাহিদা খুব বাড়িয়াছে। বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এখন বিদেশ হইতে নানা প্রকারের পুস্তক আমদানি করিতেছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বিশ্বের মানসিক ব্যাধি

আগামী বৎসর বিশ্বস্বাস্থ্য-সংগঠন সমগ্র বিশ্বে জনসাধারণের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে একটি পরিকল্পনা আলোচনা করিবেন। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ইতিপূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তিতে এরূপ কার্য্যসূচী আর কখনও কার্য্যকরী করার চেষ্টা হয় নাই।

মার্কিণ এবং বৃটিশ প্রতিনিধিদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ-ক্রমেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংগঠনের কার্য্যপরিষদ ২৪-৬ ভোটে এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। সোভিয়েট-প্রভাবিত তিন দেশ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন নাই।

এই পরিকল্পনা অনুসারে বিশ্বের মানব সমাজের মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে ব্যাপক পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালান হইবে। কৃষক পরিবারের নরনারী, শিল্পাঞ্চলের অধিবাসী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মানসিক অসুস্থতা সম্বন্ধেই

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তত্ত্বানুসন্ধান করা হইবে। এই পরিকল্পানুযায়ী চিকিৎসকদের বিশেষ শিক্ষার জন্য মোট পঞ্চাশটি ফেলোশিপ দেওয়া হইবে। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চল চিকিৎসকবৃন্দ যাহাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জগতের বিভিন্ন অংশে মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় তথ্য প্রচার করিতে পারেন, সে ব্যবস্থাও করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

১৯৪০ সনে এই বাবদে ৯,২৯,০০০ ডলার ব্যয় করা হইবে। আগামী বৎসর বিশ্বস্বাস্থ্য সংগঠন বসন্ত বা যৌনব্যাধি দমনের জন্য ইহা অপেক্ষা কম অর্থ ব্যয় করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

এই পরিকল্পনার সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান সার্জ্জন লিওনার্ড এ শীল বলেন যে, ইহা মানব সমাজের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একটি বৃটিশ প্রস্তাবে বলা হয় যে, সাধারণ সর্দ্দি লাগিয়া মানুষের যে কাজের ক্ষতি করে তদপেক্ষা মানসিক অসুস্থতার দরুণ অনেক বেশী ক্ষতি হয়। একজন বৃটিশ সমর্থক বলেন যে, যতলোক মানসিক ব্যাধির কবলে পড়েন তাঁহাদের এক-তৃতীয়াংশের রোগের কারণ ভাবপ্রবণতা।

যুদ্ধপেরিষদের প্রতিনিধি ডাঃ প্যাডেল টাগারফ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, ক্যান্সিবাদের উচ্ছেদসাধন করাই বিশ্বস্বাস্থ্য সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মোলাকাৎ

রাষ্ট্রভাষা

(জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত কথোপকথন)

প্রঃ—পণ্ডিত মহাশয়, আমাদের রাষ্ট্রের ভাষা আপনার মতে কি হওয়া উচিত?

উঃ—আমি লোকও বড়—আর আমার মতও বড়।

প্রঃ—আপনি নিশ্চয় বৈষ্ণব নহেন। তবু এরূপ অনাবশ্যক দীনতা কেন?

উঃ—ইহা দোষ-ঢেকানো দীনতা নয়। ইহার নাম স্বরূপকথন। আমি শুধু আমার কথাই বলিতেছি না, সমগ্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কথাই বলিতেছি।

প্রঃ—সে কি! তাঁদের মধ্যে কি খুব বিশিষ্ট লোক অনেক নাই?

উঃ—হাঁ তা নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু রাজনীতিতে তাঁদের স্থান কোথায়? আর রাষ্ট্রভাষা স্থির করা হইতেছে রাজনীতি অনুসারে। সুতরাং সেক্ষেত্রে তাঁহারাও পঞ্চম-স্থানীয় অর্থাৎ 'পারিয়া'।

প্রঃ—মত গ্রাহ্য হউক বা না হউক সে পৃথক কথা। তবু শুধু আলোচনার জন্যই ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

উঃ—তা যদি হয় তবে বলিব, আমার মতে সংস্কৃতই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

প্রঃ—কেন এরূপ বলিতেছেন?

উঃ—কারণ অতি সহজ। সংস্কৃতই সকল ভারতীয় ভাষার মূল এবং ইহা খুবই শক্তিশালী ভাষা। আমাদের কথায় আপনাদের আস্থা নাই। জানি আপনারা আমাদিগকে যখন পণ্ডিত বলেন তখন মনে মনে একটা "অ" আগে যোগ করিয়া লন (হাস্য)। কিন্তু আপনারা যাঁদের মন্ত্রশিষ্য সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা সংস্কৃতের মর্য্যাদা বিশেষভাবে করেন, সেই আর্য্যাণদের মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক আর্য্যাণ অধ্যাপক নাকি একখানা অভিধান লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে গ্রিক্ ও লাটিন ভাষার বহু শব্দই সংস্কৃত ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহা অবশ্য ইংরেজী-শিক্ষিত বিশিষ্ট পণ্ডিতের মুখে যিনি শুনিয়াছেন তাঁর নিকট থেকে আমার শোনা। আইনতঃ এ সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। সংস্কৃতের শব্দসম্ভার জগতে অতুলনীয়। ইহাতে লিখিত যত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের খবর এখনও পাওয়া যায়, তাহাও জগতের যে-কোন প্রধান ভাষায় লিখিত ঐরূপ গ্রন্থের সংখ্যা হইতে বেশী ছাড়া বোধ হয় কম নয়।

তা ছাড়া পিতা থাকিতে পুত্রকে রাজপদে বসানো দৃষ্টিকটুও বটে।

প্রঃ—কিন্তু পিতা যে মৃত ও সংস্কৃত যে জেন্দ্ ল্যাঙ্গোয়েজ।

উঃ—আজকাল বাপ প্রকৃত না মরিলেও পুত্রেরা লায়েক হইয়া তাঁর সঙ্গে মৃতবৎ ব্যবহার করিতেছে ইহার উদাহরণ প্রচুর দেখা যায়। এই ত আমার দেশের একজন সুশিক্ষিত, বিচক্ষণ, সরকারী উপাধিধারী কর্মিবর্গকে জমিদার বৃদ্ধাবস্থায় কিছুদিন আগে আমাকে বলিয়াছিলেন, "খোকা আমাকে সাজাহান করিয়াছে।"

প্রঃ—সে ভদ্রলোক অবশ্য তখনও জীবিত ছিলেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতো সত্যই মৃত।

উঃ—মৃত ভাষা কাহাকে বলেন আপনারা? মৃত ভাষার লক্ষণ কি?

প্রঃ—প্রথমতঃ, সে ভাষার আর বাড়তি হইতেছে না।

উঃ—এটা শুধু মৃতেরই লক্ষণ নয় প্রবীণত্বেরও লক্ষণ। সুতরাং এই লক্ষণ অনুসারে সংস্কৃতকে প্রবীণ ভাষা বলুন, মৃত বলিবেন না। এবং সেই হিসাবে অন্য অনেক ভাষাকেই 'অর্ব্বাচীন' বলা চলে। কারণ মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন প্রাণেরও লক্ষণ, আবার অর্ব্বাচীনত্বেরও লক্ষণ। কিন্তু প্রবীণ ব্যক্তির ন্যায় সংস্কৃত-ভাষার প্রাণশক্তির ও দৈহিক গঠনের কোন অকাট্য দেখা যাইতেছে না। সে হিসাবে উহা মৃত তো নয়ই—প্রবীণ অপেক্ষাও সুপ্রতিষ্ঠ। আবার পুত্র-পৌত্র এবং তাদের অনুচরগণ একটু তত্ত্বাবধান করিলে নবযৌবন ফিরাইয়াও পাইতে পারে।

প্রঃ—আপনি কি ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত?

উঃ—(হাসিয়া) না মহাশয়, তবে অ-ন্যায় কথাও বলি নাই বোধ হয়। (ক্রমশঃ)

পত্রিকা-জগৎ

"দি ম্যানুফাক্‌চারার"

(মে, ১৯৪৯)

কলিকাতা ৫৩ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ থেকে প্রকাশিত ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক এই মাসিক পত্রিকার যে ১৯৪৯ সংখ্যা সমালোচনার জন্য আমাদের হস্তগত হয়েছে। পত্রিকাখানি "ন্যাশনাল চেম্বার অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ" প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র এবং আলোচ্য সংখ্যাখানি ঐ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উদ্বোধনী সংখ্যা। ভারতের শিল্প-উন্নয়ন ও সে সম্বন্ধে সরকারী নীতি, কারখানা-শিল্প ও কুটীর-শিল্প, ইত্যাদি বিষয়ে বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ পত্রিকাখানায় স্থান লাভ করিয়াছে। আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত সংখ্যাতসমূহ বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য।

"ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ"

(১৯৪৮—৪৯)

ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এই বার্ষিক পুস্তকে ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস স্থান লাভ করেছে। যুদ্ধের সময় এদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করে। ঐ সমস্ত শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা এবং এ সম্বন্ধে সরকারী নীতির পরিচয় পত্রিকাখানা পড়িলে বেশ বোঝা যাইবে। প্রধান প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনীও পত্রিকাখানায় স্থান লাভ করিয়াছে।

সমালোচনা

মডার্ণ হাউসিং এষ্টেটস্ ; ষ্টান্‌লি পেল ; বাটস্‌ফোর্ড, ৩৫ সিং।

এই বাধা বইখানা যে অতিমাত্রায় প্রয়োজনীয় তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নগর-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সৌন্দর্য্য-বোধ ও জনসাধারণের মঙ্গলসাধনের যে কিভাবে সু-সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, বইখানায় তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে বহুল পরিমাণে।

বিলাতের উদ্যান-সহর ও কলকারখানা-বহুল প্রত্যেকটী সহরের আদ্যোপান্ত বইখানায় বিবৃত করা হইয়াছে। টাউন-প্ল্যানিং সম্বন্ধে লিখিত অধ্যায়গুলিতে প্রথমেই ড্রেনের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। একটী অধ্যায়ে বসতবাটী সম্বন্ধে আইন-কানুন সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে বিশদভাবে। কারণ বর্ত্তমান জগতে কেবলমাত্র রুচি ও সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব লইয়া কেহই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। অর্থনীতি ও শাসননীতির উপর সকলেরই দৃষ্টি পড়ে সর্ব্বাগ্রে। আলোচ্য গ্রন্থে স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে এমন সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যাহাতে সাধারণ পাঠকগণ কোন রসই পাইবে না। যুদ্ধের পর বিলাতের স্থাপত্য-শিল্পে যে নতুন উন্নততর যুগের সৃষ্টি হইয়াছে, বইখানায় তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বইখানা স্থাপত্য-শিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ারদের যথেষ্ট কাজে লাগিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। গাইড্ টু পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অর্গানিজেশন্স ; চার্লাস আর, রাড্ ও ম্যামুয়েল মার্ক্কল ; পাবলিক অ্যাফেয়ার্স প্রেস ; ওয়াশিংটন ডি-সি ; ১৯৩৬ ; ১২৯ পৃঃ ; ২ ডলার।

২। মুভেনাইল ডেলিন্কোয়েন্সী ; সি এস ষ্টেক্ ম্যাট সি এইচ ডি ; এইচ্ ডব্লিউ উইলসন্ কোং ; নিউইয়র্ক ; ১৯৩৬ ; ১৬৬ পৃঃ ; ৩'৭৫ ডলার।

৩। মেডিক্যাল্ এডুকেশন অ্যাণ্ড দি চেঞ্জিং অর্ডার ; থি অ্যালেস্ রেমণ্ড ; নিউইয়র্ক ; কমনওয়েলথ ফাণ্ড ; ১৯৩৬ ; ১৪২ পৃঃ ; ১'৫০ ডলার।

গিরিশচন্দ্র সেন ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তিনি পরে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনে নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু দারিদ্র্য, পত্নীবিয়োগ, আত্মীয়-স্বজনের নিকট লাঞ্ছনা, বন্ধুবান্ধবগণের অকৃতজ্ঞতা কিছুই তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার কর্ম্মশক্তিও ছিল অসাধারণ। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি আরব্য ভাষার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নির্দ্দেশে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে মুসলমান জাতির মূল ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। কোরান শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদের গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য। এই অনুবাদ প্রকাশিত হইলে মুসলিম সমাজে যে বিভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, তাহার বিবরণ গিরিশচন্দ্রের আত্মজীবনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই বঙ্গানুবাদই তাঁহার একমাত্র কীর্ত্তি নয়। গিরিশচন্দ্র আজীবন অক্লান্তভাবে সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য

ছিল ইসলামের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রচার করা। তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার এই সাহিত্য-সাধনাদ্বারা তিনি তাঁহার বিধাতৃনির্দিষ্ট ব্রতকেই সফল করিতেছেন। গিরিশচন্দ্র যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, তাঁহার অধিকাংশ রচনাই অনুবাদ বা অনুবৃত্তি; কিন্তু তাঁহার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণবিশিষ্ট এবং স্থানে স্থানে কবিত্ব-পূর্ণ। অবশ্য, তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গী সর্ব্বত্র বাংলা ভাষার রীতির অনুগামী নহে। নিম্নে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দিলাম :—

১। কোরান শরীফের বঙ্গানুবাদ। ২। মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনচরিত। ৩। মহাপুরুষ মুসার জীবনচরিত। ৪। মহাপুরুষ দাউদের জীবনচরিত। ৫। মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনচরিত (তিন ভাগ)। ৬। হদিস মেশ্কাতোল্ মসাবিহের বঙ্গানুবাদ চারিখণ্ড। ৭। হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ। ৮। হিতোপাখ্যানমালা দ্বিতীয় ভাগ। ৯। নীতিমালা প্রথম ভাগ। ১০। তত্ত্বরত্নমালা। ১১। তত্ত্বদর্শনমালা প্রথম ভাগ। ১২। চারিজন ধর্ম্মনেতা। ১৩। ভাগবতমালা। ১৪। দেওয়ান হাফেজের বঙ্গানুবাদ প্রথমার্দ্ধ। ১৫। তত্ত্বকুসুম। ১৬। কোরানের রচনাবলী। ১৭। দরবেশদিগের সাধনপ্রণালী। ১৮। দরবেশদিগের ক্রিয়া। ১৯। দরবেশদিগের উক্তি। ২০। দরবেশী। ২১। ব্রহ্মময়ী-চরিত (স্বীয় পত্নীর জীবন-বৃত্ত)। ২২। সতী-চরিত। ২৩। রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন। ২৪। ঈসা কি ঈশ্বর? ২৫। হদিস পূর্ব্ববিভাগ ৫ম খণ্ড হইতে ১০ম খণ্ড। ২৬। হদিস উত্তর বিভাগ ১ম ও ২য় খণ্ড। ২৭। এমাম হসন ও হোসয়ন। ২৮। মহাপুরুষ মহম্মদ ও তৎপ্রবর্ত্তিত এসলাম ধর্ম্ম। ২৯। ধর্ম্ম-বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য। ৩০। ধর্ম্মসাধন নীতি। ৩১। কবিতা-বিনোদ (কবিতা পুস্তক)। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কতিপয় ক্ষুদ্র পুস্তক ও বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিনি 'বামাবোধিনী' ও 'পরিচারিকা' নামক সাময়িক পত্রদ্বয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। কিছুকাল তিনি বন্ধুবন্ধু পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। এই পত্রিকায় তাঁহার 'স্মরণ কাহিনী' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'মহিলা' পত্রিকার সম্পাদনাও তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। তাঁহার রচনা সে যুগের নানা সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, সেগুলি এখন আর উদ্ধার করিবার কোন উপায় নাই।

গিরিশচন্দ্রের মধ্যে নব যুগের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, যথা—জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ, শিক্ষা-বিস্তারে উৎসাহ, বিভিন্ন ধর্ম্মের মূলগত ঐক্যে বিশ্বাস, লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি সমবেদনা প্রভৃতি। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি 'প্রগতিপন্থী' ছিলেন না, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন, অসহযোগ প্রভৃতিতে তিনি যোগদান করিতে পারেন নাই। বিলাতী যন্ত্রের বহুৎসবকেও তিনি মানব-ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের সহিত তাঁহার মত-বিরোধ ঘটিয়াছিল। বিদেশ-মূলক রাজনীতিকে তিনি দুষ্টচিত্তদিগের ব্যবসায় বলিয়াই মনে করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি হিতোপদেশের একটি বচনে বিশ্বাস করিতেন—

"অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

অর্থাৎ—ইনি আমার বন্ধু, আর ইনি আমার শত্রু, লঘুচিত্ত ব্যক্তিরাই এইরূপ গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা উদারচিত্ত, সমস্ত পৃথিবীই তাঁহাদের আত্মীয়।

কিন্তু তথাপি এ কথা বলিতে হয় যে গিরিশচন্দ্র মনে-প্রাণে স্বদেশী ছিলেন। তিনি কখনও বিলাতী পোষাক পরেন নাই, 'ইংরাজী জুতা' পদে স্পর্শ করেন নাই, ইজার চাপকান পরেন নাই, মস্তকে টুপি ধারণ করেন নাই। তিনি প্রথমে মাংস ও পরে মৎস্য ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হইয়াছিলেন। তিনি 'আত্মজীবনে' লিখিয়াছেন—"মৎস্য মাংস ভোজনে নিবৃত্ত হওয়াতে আমার শরীরের মাংসের হ্রাস হয় নাই ও বলক্ষয় হয় নাই, বরং মাংসবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হইয়াছে। আমি শুধু ডাল চচ্চড়ি ও ভাত খাইয়া এই একাত্তর বাহাত্তর বছর বয়সে যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারি, নিত্য মৎস্য-মাংসভোজী অনেক নব্য যুবা সেরূপ পরিশ্রম করিতে সক্ষম নহে। গিরিশচন্দ্র

বেশভূষা চালচলন আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই স্বজাতি-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন সদালাপী, নির্ভীক, তেজস্বী, বিদ্যোৎসাহী মানুষ। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। জন্মভূমি পাচদোনা গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন তাঁহার অন্যতম কীর্তি। তিনি এই বিদ্যালয়ে বহুদিন কর্তৃপক্ষমাত্র গ্রহণ না করিয়া শিক্ষকতা করিয়াছেন। পরে তিনি কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে কিছুকাল বিনা বেতনে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল নারীজাতির কল্যাণ-সাধন। পরে তিনি বঙ্গমহিলাগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে 'পরিচারিকা' নামে একটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দীর্ঘকাল মহিলা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার সম্পাদনাকালে তিনি মধ্যে মধ্যে নারীগণের ধর্মহীনতা ও পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতেন। বিদুষী মহিলাগণকে তিনি সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ দান করিতেন। কোন মহিলার রচনা-শক্তির পরিচয় পাইলে তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার রচনা কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতেন।

(ক্রমশঃ)

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—অধিক শস্যোৎপাদন-চেষ্টা। চট্টগ্রামে শুষ্ক ডক ও বরিশালে স্লিপওয়ে নির্ম্মাণ। ১২

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতের পণ্য রপ্তানি। ভারতীয় সমাজ-কল্যাণ বিভাগ। ১৩

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—আন্তর্জ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার। বিদেশে মার্কিণ পুস্তকের চাহিদা। ১৪

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—বিশ্বের মানসিক ব্যাধি। ১৫

মোলকাৎ ঃ—রাষ্ট্রভাষা

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী ...

প্রবন্ধ ঃ—গিরিশচন্দ্র সেন ও বাংলার উনবিংশশতাব্দী—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন ১৮

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আষাঢ়—১৩৫৬

আর্থিক উন্নতি

২৪শ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR. *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: *9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta*

Director

DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE JUNE-JULY NUMBER, 1949.

Section 1. Wealth of Bengal: A Daring Dacoity in Baraset Sub-Division. Income and Expenditure of Calcutta Port Trust. Paddy in Barisal. p. 22.

Section 2. Economic India: E. P. Govt. Budget. Agricultural News. p. 23.

Section 3. World Economy: Distribution of Rice Throughout the World. America's Trade with Asia. Export of Food Crops from U.S.A. Co-operative Movement in Chile. p. 24.

Section 4. Men, Institutions and Movements: East-Bengal Minorities Board. Introduction of Arabic Alphabet in E. Bengal. p. 26.

Section 5. Interview: The State Language: p. 27.

Section 6. World of Journals: *The Sunday Standard*, p. 29.

Section 7. Reviews: India on March. p. 29.

Section 8. Bibliography: 4 Books Announced. p. 29.

Articles : (1) Girish Chandra Sen and the Nineteenth Century in Bengal. By Tripura Sankar Sen. p. 30.

(2) Problem of Food and Cloth. By Kalidas Bhattacharyya. p. 30.

বাংলার সম্পদ

বারাসত মহকুমার গ্রামে ডাকাতি

গত ১লা জুন মধ্য রাত্রিতে বারাসত মহকুমার অন্তর্গত ছোট আগুলিয়া গ্রামে শিবকালী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতগণ দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ করে। তাঁহাদের আর্ত্তনাদে পাশের ঘর হইতে শিবকালী বন্দ্যোপাধ্যায় বাহির হইয়া বাধা দিতে চেষ্টা করিলে ডাকাতেরা তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতাও ডাকাতদের আক্রমণের ফলে আহত হইয়াছেন। হাসপাতালে শিবকালী বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এজাহারবন্দীতে বলিয়াছেন যে, ডাকাতদের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান ও পশ্চিমা লোক ছিল। ডাকাতরা মূল্যবান গহনা ও টাকাকড়ি লইয়া পলায়ন করে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের আয়-ব্যয়

১৯৪৮-৪৯ সনের আর্থিক বৎসরে কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্সের মোট আয় হইয়াছে ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫ শত ২৬ টাকা। খসড়া বরাদ্দ অনুযায়ী মোট ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫ শত ১১ টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। পোর্টের যানবাহনের চলাচল-বৃদ্ধি হওয়ায় উক্ত আয়ের শতকরা ৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ছয় কোটি ৫৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৩ শত ১৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পাঁচ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫ শত ২৬ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৯-৫০ সনের বাজেট

পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী ১৯৪৯-৫০ সনের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে ৫৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। উহাতে দেখান হইয়াছে যে, রাজস্ব খাতে ১১'৮৫ কোটি টাকা আয় এবং ১১'২৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

প্রধানতঃ ব্যবসায় উন্নতি হওয়ায় পাট-শুল্ক, ষ্ট্যাম্প অন্যান্য কর ও শুল্ক এবং বর্দ্ধিত হারে কৃষি-আয়করের ফলে ১৯৪৮-৪৯ সনের সংশোধিত হিসাবে অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভূমি-রাজস্ব খাতে এবং নোয়াখালি, বরিশাল ছাড়া ফরিদপুর জেলায়ও মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ হওয়ায় আবগারী খাতে আয় কম হওয়ায় আয়-বৃদ্ধি অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে।

রাজস্ব-খাতে যে আয় হইবে তাহা ১৯৪৮-৪৯ সনের সংশোধিত হিসাব হইতেও ৬৬ লক্ষ টাকা বেশী হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং প্রধানতঃ শুল্ক ও ষ্ট্যাম্প খাতে অধিক আয়ের ফলেই উহা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সংশোধিত হিসাবে রাজস্ব-খাতে মূল হিসাব অপেক্ষা ১৫ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হইবে।

সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা বাজেটে রাজস্ব খাতে ১'৩২ কোটি টাকা বেশী ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

বরিশালের ধান্য

বরিশাল জেলার আগলা-চান্দখালী হইতে লিখিত এক পত্রের কিয়দংশ :—

আমাদের এ অঞ্চলে যত ধান উৎপন্ন হয় তত আর কোথাও হয় না। এই ধানগুলি গভর্ণমেণ্ট কৃষকের বাড়ী হইতে নিয়া ঘাটে-মাঠে চষে পগাইতে আরম্ভ করিতেছে। যত ধান আমদানি হয় তত রপ্তানি হয় না। ধানের দুরবস্থা দেখিলে আপনাদের কান্না কিছুতেই রাখিতে পারিবেন না। উচিত ছিল যতটি গোলায় ধরে ঠিক ততটি আনা—অতিরিক্ত আনিয়া নষ্ট করিতেছে; এইসব কারণে মনে হয় গভর্ণমেণ্টের ক্ষিয় কেল হইবে। ফলে হইবে ভাল'র স্থলে মন্দকে ডাকিয়া আনা। যিনি ধান রক্ষা তিনিই হাকী হইয়া বসেন! লোহা যে এত শক্ত তাহাও ঐরূপ মাটিতে, ভিজা আবহাওয়া, বৃষ্টি ও রৌদ্রে থাকিলে জং ধরিয়া নষ্ট হয়—ধান চাউল ত দূরের কথা! গভর্ণমেণ্টের মোটা মোটা কর্ম্মচারী লম্বা লম্বা বুলি—আমাদের গরীবের কথায় মূল্য কোথায়? (চাষাপ্রকাশ)

আর্থিক ভারত

পূর্ব্ব-পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের বাজেট

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের অর্থসচিব শ্রীযুক্তগোপাল দত্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৯-৫০ সনের বাজেট পেশ করিবার সময়ে বলিয়াছেন যে, সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি বাবদ ব্যয় (প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দান) বাদ দিলে ১৯৪৯-৫০ সনের বাজেটে আয়-ব্যয়ের প্রায় সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, ১৯৪৯-৫০ সনে গবর্ণমেণ্টের আয় ১৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ২২ কোটি ৯ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ ব্যবধান আছে ইহার সমস্তই ঘাটতি নহে। ২২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের মধ্যে আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি বাবদ ব্যয় ৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে; সুতরাং আপাত-প্রতীয়মান ঘাটতি সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি বাবদ ব্যয়ের প্রায় সমান।

সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি বাবদ ব্যয় ৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাত কোটি হইতে সাড়ে সাত কোটি টাকা পাওয়া যাইবে ধরা হইলে। ঘাটতি এক কোটি কিংবা দেড় কোটি টাকা হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক যুদ্ধোত্তর সাহায্য বাবদ প্রতিশ্রুত দেড় কোটি টাকা পাইলে ঘাটতি থাকিবে না। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব্বপাঞ্জাবের আর্থিক অবস্থা খারাপ নহে।

পশ্চিম পাঞ্জাবের সহিত দেনা-পাওনার দরুণ নিষ্পত্তি সম্পর্কে অর্থসচিব বলেন যে, পশ্চিম-পাঞ্জাবের নিকট পূর্ব্ব পাঞ্জাবের প্রায় ২২ কোটি টাকা পাওনা হইবে।

পুনর্ব্বসতি সম্বন্ধে অর্থসচিব বলেন যে, পূর্ব্ব পাঞ্জাবে প্রায় ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রামা আশ্রয়প্রার্থী আছে। তাহারা পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রায় ৬৮ লক্ষ একর জমি রাখিয়া আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আগামী ২।৩ মাসের মধ্যে তাহাদিগকে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ৪৩ লক্ষ একর জমিতে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন আশা করেন। সহরবাসী আশ্রয়প্রার্থীদের নিকট তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের পুনর্ব্বসতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অধিকতর কঠিন।

অর্থ-সচিব ঘোষণা করেন যে, সরকার যাত্রিবহন ব্যবস্থা এবচেটিয়া করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন।

তিল চাষের অতিরিক্ত পূর্ব্বাভাষ

ভারত সরকারের কৃষি-দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, উক্ত দপ্তরের অধীন অর্থনীতি ও পরিসংখ্যা ডাইরেক্টরেট ভারতীয় ইউনিয়নে ১৯৪৮-৪৯ সনের তিল চাষের যে পূর্ব্বাভাষ রচনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, ঐ বৎসর তিল শস্যের জমি ও উহার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৪ লক্ষ ৬৭ হাজার একর ও ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। ১৯৪৭-৪৮ সনে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৯ লক্ষ ৮০ হাজার একর ও ৩ লক্ষ ৪১ হাজার টন। আলোচ্য বৎসরে জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা যথাক্রমে শতকরা ১০ ৪ ভাগ ও ১৬ ভাগ হ্রাস পায়।

কৃষি-সংবাদ

ভারতে মোট ২৪ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়।

গত ১৯৪৭-৪৮ সনে ভারতে মোট ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়।

১৯৪৮ সনে বিদেশ হইতে ভারতে মোট ২৮ লক্ষ ৪০ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানি হইয়াছে এবং উহার জন্য ভারতকে ১২৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

ভারতের চাষোপযোগী পতিত জমির মোট পরিমাণ ৮ কোটি ৭০ লক্ষ একর।

৬০ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে নূতনভাবে চাষ-আবাদ সুরু হইবে। উহার মধ্যে ৪০ লক্ষ একর জমি বর্ত্তমানে

আগাছা-পরিপূর্ণ আছে এবং অবশিষ্ট ২০ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে কখনও কোনপ্রকার শস্য ফলান হয় নাই। এইসকল জমিতে চাষ-আবাদ সুরু করিতে ৭ বৎসর সময় লাগিবে এবং এই কার্য্যে মোট ২ শত ৬৬ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। এইসকল জমিতে বৎসরে আনুমানিক ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য জন্মিবে।

বর্ত্তমানে ভারতে ১৮০টি ট্রাক্টর চালু আছে। ঐগুলি কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংস্থার সম্পত্তি। উহাদের সাহায্যে গত বৎসর যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে যথাক্রমে ২৪ হাজার ৮০৬ একর ও ৭ হাজার ৪০০ একর—মোট ৩২ হাজার ৩০৬ একর আগাছা-পরিপূর্ণ জমিতে চাষ-আবাদ সুরু করা হয়। বর্ত্তমান বৎসরে উহাদের সাহায্যে আরও ১ লক্ষ একর আগাছা-পরিপূর্ণ জমিতে চাষ আবাদ সুরু করা যাইবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চাউল বণ্টন

১৯৪৯ সনে পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশ কত চাল আমদানি করিবে তাহা সুপারিশ করিয়া একটি তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে। বিশ্ব খাদ্য-ও-কৃষি-সংগঠন উক্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট গভর্ণমেণ্টসমূহের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। উক্ত তালিকা অনুসারে মোট ৩৭১৪,০০০ মেট্রিক টন চাউল বিলি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পাকিস্থান যে পরিমাণ চাউল পাইত তাহা হইতে আরও ৪০,০০০ টন অধিক পাইবে বলিয়া সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সুপারিশ অনুসারে ভারতবর্ষই সর্ব্বাধিক পরিমাণে চাউল আমদানি করিতে পারিবে। উহার আমদানির পরিমাণ হইবে ১৯০,০০০ মেট্রিক টন। সিংহল পাইবে ৪০০,০০০ টন; সৌদী আরব ১৮,০০০ টন এবং পাকিস্তান ৮৫,০০০ টন।

ইহা ছাড়াও আর যাহারা পাইবে তাহাদের মধ্যে আছে পর্ত্তুগীজ ভারত (৫,০০০ টন) ইন্দোনেশিয়া (ওলন্দাজদের অধীন—২৮৫,০০০ টন)—ইন্দোনেশিয়া (সাধারণতন্ত্রের অধীন—২০,০০০ টন), চীন (২৬১,০০০ টন), ফিলিপাইন (১৩৫,০০০ টন), মালয় (৪৮০,০০০ টন); জাপান ও রিউকু দ্বীপের মার্কিন সৈন্যদের জন্যও ১৯০,০০০ টন চাউল প্রেরিত হইবে।

রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ব্রহ্মের স্থান সর্ব্বাগ্রে। ব্রহ্ম হইতে রপ্তানির মোট পরিমাণ ১২০০,০০০ টন। উহার মধ্যে ভারতে আসিবে ৪১০,০০০, সিংহলে আসিবে ২৮০,৮০০ টন এবং পাকিস্তানে আসিবে ৮৭০০০ টন।

উহা ছাড়াও মিশর রপ্তানি করিবে মোট ৩২০,০০০ টন, শ্যাম ১,১৭০,০০০ টন, ইন্দোচীন ১৭৫,০০০ টন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ৪২৫,০০০ টন। ভারতবর্ষ মিশর হইতে পাইবে ৫০,০০০ টন, শ্যাম হইতে পাইবে ২৯৭,০০০ টন এবং ইন্দোচীন হইতে পাইবে ১৪০,০০০ টন।

এশিয়ার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য

এবৎসর মার্চ্চ হইতে এপ্রিল এই এক মাসে এশিয়ার সহিত আমেরিকার বাণিজ্য-বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মার্কিণ বাণিজ্য বিভাগ জানাইয়াছেন।

গত মার্চ্চ মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া হইতে ১১৮,০০০,০০০ ডলার মূল্যের মাল ক্রয় করে, এপ্রিল মাসে উহা বাড়িয়া ১২০,৬০০,০০০ ডলারে দাঁড়ায়। অন্যদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোট আমদানির পরিমাণ ৬৩২,০০০,০০০ ডলার হইতে কমিয়া ৫৩৪,০০০,০০০ ডলারে আসে।

অন্যদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিদেশে মাল রপ্তানির মোট পরিমাণ কমিয়া গেলেও অনুরূপ সময়ে এশিয়ায় রপ্তানি ২০৪,৮০০,০০০ ডলার হইতে বাড়িয়া ২১৭,৪০০,০০০ ডলার দাঁড়ায়।

ভারতের সহিত বাণিজ্য

মার্চ্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র ভারতে ৩২,৩০০,০০০ ডলার

মূল্যের মাল প্রেরণ করে—এপ্রিলে উহা কমিয়া গিয়া ৩০৬০০,০০০ ডলারে দাঁড়ায়। মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে আমদানি করে—২০,৭০০,০০০ ডলার মূল্যের মাল। এপ্রিল মাসে উহা বাড়িয়া গিয়া দাঁড়ায় ২৪,১০০,০০০ ডলারে। অনুরূপ সময়ে পাকিস্তান হইতে আমদানির পরিমাণও ৪৮০০,০০০ হইতে বাড়িয়া ৫,৫০০,০০০ ডলারে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাকিস্তানে রপ্তানির পরিমাণও ৩০০০,০০০ ডলার হইতে বাড়িয়া ৩,৯০০,০০০ ডলার দাঁড়ায়।

যুক্তরাষ্ট্র হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানি

যুক্তরাষ্ট্র কৃষি-দপ্তরের একটি সাম্প্রতিক বিবৃতিতে প্রকাশ, ১৯৪৯ সনের প্রথম তিন মাসে যুক্তরাষ্ট্র হইতে মোট ১৭,৪০,২০,০০০ বুশেল (এক বুশেলে প্রায় ত্রিশ সের) খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করা হইবে। এই মোট পরিমাণের মধ্যে ১০,৮৮,০০,০০০ বুশেল গম বা আনুমানিক পরিমাণের ময়দা, আর ৬,৫২,২০,০০০ বুশেল অন্যান্য শস্য থাকিবে।

যেসমস্ত দেশে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংঘটনের মারফৎ অর্থ সাহায্য দেওয়া হইতেছে তাহাদিগকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। গম এবং ময়দা ছাড়া অন্য যে সমস্ত খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হইবে তাহার মধ্যে ভুট্টা, ওট, যব ইত্যাদিই প্রধান।

যুক্তরাষ্ট্রে নূতন মালগাড়ী ও ইঞ্জিনের সংখ্যা

১৯৪৮ সনের প্রথম নয় মাসে আমেরিকার প্রধান রেল কোম্পানীগুলিতে ১৭,৮৪৮ খানি নূতন মালবাহী গাড়ী যোগান হইয়াছে। এই তুলনায় ১৯৪৭ সনের প্রথম নয় মাসে মাত্র ৩৮৫১২ খানি নূতন মালগাড়ী যোগান হইয়াছিল।

এই বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৮ সনের প্রথম নয় মাসে এই রেলকোম্পানীগুলিতে ১,০১২ খানি নূতন ইঞ্জিন চালান হয়। তার মধ্যে ৫৬ খানি বাষ্প-চালিত, ৪খানি বিদ্যুৎ-চালিত এবং ৯৫২ খানি ডীজেল ইঞ্জিন। এই তুলনায় ১৯৪৭ সনের প্রথম নয় মাসে মাত্র ৫৯৫ খানি নূতন ইঞ্জিন চালু করা হয়।

চিলি দেশে সমবায়

১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষপর্যন্ত চিলি দেশে যাবক সমবায়-সমিতির সংখ্যা ছিল ৮৫টী, সদস্য সংখ্যা ১৩৬,৮৭০ এবং কৃষি সমবায়-সমিতির সংখ্যা ৮৫ এবং সদস্য-সংখ্যা ৩,৪০৪ জন। যাবক সমবায়-সমিতিগুলি ১৯৪৭ সনে ৪০০ মিলিয়ন পিসোর কারবার চালাইয়াছে এবং এইখানে কৃষি সমবায়-সমিতিগুলি ৬০ মিলিয়ন পিসো মূল্যের মাল বাজারে বিক্রয় করিয়াছে।

এই সমস্ত সমিতি ছাড়া ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত চিলিদেশে ছোট কৃষক সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১৪টী, সদস্যসংখ্যা ২,৫০০ জন। কৃষি-কার্যে ঋণ দানের জন্যই এইসমস্ত সমিতি কায়েম করা হইয়াছে।

জমি-জমা সম্বন্ধে স্থায়ী বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট নাম নামে আরও একটী সমবায় প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হইয়াছে। ইহার সহিত ৫০টী সমবায়-সমিতি যুক্ত রহিয়াছে সমিতিগুলির সদস্য-সংখ্যা ১০০ হইতে ২০০ জনের মধ্যে। ইতিমধ্যেই বিস্তর জমি-জমা এই সমিতির হাতে আসিয়াছে এবং এইগুলি বৎসরে গড়ে ৬০০ মিলিয়ন পিসো মূল্যের কৃষিদ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিতেছে।

চিলিদেশে গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ৫টী মদ-উৎপাদক সমবায়-সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এইসমস্ত সমিতিতে ৩০ মিলিয়ন পিসো পুঁজি নিয়োগ করিয়াছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

পূর্ব্ববঙ্গ সংখ্যালঘু বোর্ড

১৯৪৮ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত-পাকিস্তান সম্মেলনের চুক্তি অনুযায়ী সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা, তাহাদের মানসিক ভীতি দূরীকরণ এবং আস্থা পুনঃ স্থাপনকল্পে পূর্ব্ববঙ্গের জন্য অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশিত এক প্রস্তাব অনুসারে নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া প্রাদেশিক ও জেলা সংখ্যালঘু বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই বোর্ডগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিযোগ সম্পর্কে দ্রুত যাহাতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সন্তোষজনকভাবে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

জেলা সংখ্যালঘু বোর্ডের প্রত্যেকটি ১ জন সভাপতি ও ৬। জন সদস্য লইয়া গঠিত, তন্মধ্যে ৩ জন প্রাদেশিক আইন সভার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যগণ কর্তৃক প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত এবং অপর ২ জন সদস্য প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক মনোনীত। ম্যাজিষ্ট্রেট পদাধিকার-বলে জেলা সংখ্যালঘু বোর্ডের সভাপতি হইবেন।

বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এক জরুরী গেজেটে প্রকাশিত প্রস্তাব অনুযায়ী গঠিত পূর্ব্ববঙ্গের প্রাদেশিক ও জেলা সংখ্যালঘু বোর্ডসমূহের নিম্নোক্ত সদস্যদের নিম্নলিখিত তালিকা পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোট মারফৎ প্রকাশ করা হইয়াছে।

চেয়ারম্যান—মাননীয় জনাব তোফাজ্জল আলী, সদস্যগণ—শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (গান্ধীশিবির, নোয়াখালী), শ্রীমুকুন্দবিহারী মল্লিক এম, এল, এ; শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (সিলেট); জনাব ইসকান্দর আলী, এম, এল, এ এবং জনাব আবদুল খালেক, এম, এল, এ।

প্রাদেশিক বোর্ডের অনুরূপ প্রত্যেকটি জেলাবোর্ড একজন চেয়ারম্যান ও পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত হইয়াছে। ইহাতে প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩টী আসন রহিয়াছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সংখ্যা-লঘু সদস্যগণ ও প্রাদেশিক সরকারের মনোনীত ২ জন সদস্যের উপর উক্ত ৩ জন সদস্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণ পদাধিকার বলে স্ব স্ব জেলার সংখ্যালঘু বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকিবেন।

আরবী হরফের প্রবর্ত্তন

সম্প্রতি পেশোয়ারে পাকিস্তানের শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ডের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শিক্ষা-সংক্রান্ত বহুবিধ ছোট-বড় সমস্যার আলোচনা হইয়াছে এবং কতকগুলি সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে উক্ত কমিটী পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টকে আরবী হরফে বাংলা ভাষা লিখিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বেশ সমালোচনাও আরম্ভ হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত কতটা সমীচীন হইয়াছে তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যাহারা এই মতের বিরোধিতা করেন তাহাদের প্রধান যুক্তি এই যে আরবী হরফ প্রবর্ত্তনের ফলে বাংলা-ভাষা তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিবে এবং উহা বাংলার শিক্ষার পথে এক অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু হরফের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাষার আভ্যন্তরীণ মূল বিষয়-বস্তুর কোন পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা অহেতুক মনে হয়। ইহার ফলে বাঙ্গালীদের প্রথমে কিছু অসুবিধা হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু পরিণামে যেসকল সুবিধা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্র দুই অংশে বিভক্ত—পশ্চিম ও পূর্ব্ব পাকিস্তান এবং এই দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান প্রায় দুই হাজার মাইল। পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা বিভিন্ন এবং বর্ত্তমানে এক অংশ অপর অংশের ভাষা গ্রহণ করিতে পারে না এবং তাহা যুক্তি-সঙ্গতও নয়। কাজেই এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা হইবে যথাক্রমে বাংলা

ও উর্দু। এই দূরবর্তী দুই দেশের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য দূর করিবার একমাত্র উপায় উভয়ের মধ্যে একই অক্ষরের প্রবর্তন। বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই আরবী অক্ষরে লেখা হইলে উর্দু-ভাষীরা বাংলা বই পড়িবার সুযোগ পাইবে আর বাংলাভাষীরা উর্দু বই পড়িতে পারিবে। এই ভাবে পরিণামে বাংলা উর্দু ভাষার সমবায়ে ও সংমিশ্রণে এক নূতন ভাষা গড়িয়া উঠিবে। অক্ষর পরিচয় থাকিলে বাঙ্গালী উর্দু বই পড়িতে পারিবে এবং সামান্য চেষ্টা করিলে ভাববারাও বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা থাকিবে। আর বাংলাভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানবাসীর পক্ষেও অনুরূপ সুবিধা হইবে।

হরফ পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের মনে আসিয়া উঠে আর একটি বড় সমস্যার কথা। আমাদের দেশ শিক্ষায় নিতান্তই পিছনে পড়িয়া আছে। দেশের ভাগ লোকেরই বর্ণ পরিচয় হয় নাই। এই হরফ প্রবর্তনের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে দেশের কোন নর-নারীই নিরক্ষর না থাকে। দেশের আসল সমস্যা হইতেছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার প্রসার। জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করিবার কোন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা, তাহার দ্রুত প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইলেই হরফ পরিবর্তন-ব্যবস্থা সার্থক হইবে। আমরা আশাকরি আমাদের আঞ্চলীয় গভর্ণমেণ্ট আশু শিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া দেশের জনসাধারণের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিবেন।

(ঢাকাপ্রকাশ)

মোলাকাৎ

রাষ্ট্রভাষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রঃ—মৃত ভাষার আর একটা লক্ষণ (২) উহা চলতি ভাষা নয়—অর্থাৎ ঐ ভাষায় কেহ কথা বলে না।

উঃ—সে হিসাবে ইংরেজীও তবে আমাদের পক্ষে মৃত ভাষা। উহাতে শতকরা কয়জন লোকে কথা বলিতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? সাধারণ অঙ্কে প্রকাশ করিতে হইলে দশমিকের পরে বহু শূন্যের সাহায্য লইতে হইবে। দেড়শ' বছরের প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে লোকেরা ইংরেজী বলিতে যতটা সমর্থ হইয়াছে ইহার অর্দ্ধেক চেষ্টায়ও ইহার বহুগুণ সুফল পাওয়া যাইত সংস্কৃতে কথা বলার ব্যাপারে।

প্রঃ—আপনার এ কথাটা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। আমি যে বছর এণ্ট্রান্সের চতুর্থ শ্রেণীতে উনীত হইলাম, সেই বছর একটি ছেলে ঐ ক্লাস হইতে প্রোমোশন না পাইয়া পড়া ছাড়িয়া দিল। সে ক্লাসের অকর্মা ছেলেদের মধ্যেই একজন ছিল। তারপরে শুনিয়াছিলাম যে সে তার পিতার নিকট সংস্কৃত পড়িতেছে। তার পিতা কবিরাজ, সেও কবিরাজ হইবে। পরে আমি যখন ঠিক চারি বছর পরে স্থানান্তরে কোন কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন একদিন বিজ্ঞাপনে দেখিলাম যে, স্থানীয় কোন ধর্মসভায় কোন এক পণ্ডিত বক্তৃতা করিবেন। শুনিতে গেলাম। আমি তো অবাক্! আমার সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ফেল-মারা ছেলেটি অনর্গলভাবে ঝড়ের ন্যায় সংস্কৃত বলিয়া যাইতেছে। দেখিলাম কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকগণ ও অন্যান্য কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ লোক বিশেষ তৃপ্তির সহিত তার বক্তৃতা শুনিতেছেন। তার বক্তৃতা অবশ্য আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না, যদিও সংস্কৃতে আমি নেহাৎ গাধাও ছিলাম না, বরং ক্লাশে প্রথম দ্বিতীয় স্থানই অধিকার করিতাম। বক্তৃতা শেষ হইতেই আমি ছুটিয়া গিয়া তার হাত ধরিলাম। সে বলিল, "কাহারও কাছে আমার পূর্ব্ব-কথা বল্‌বি

না, বলিলে খেলো হইয়া যাইব। কেমন বক্তৃতা করিলাম ?" আমি বলিলাম, "ভাল বুঝি নাই। যদি সব বিশুদ্ধ সংস্কৃতই হইয়া থাকে তবে তোফা হইয়াছে।" এই তো তার চারি বৎসরের সংস্কৃত পড়ার ফল।

আর একটি মেয়ের কথাও আমি সাক্ষাৎভাবে জানি। সে প্রাইমারী পর্যন্ত পড়িয়া চট্টগ্রামের নিকটস্থিত অমৃতপুর আশ্রমে সংস্কৃত পড়িতে যায়। ৪।৫ বৎসরের মধ্যে সে ব্যাকরণ, সাঙ্খ্য, বেদান্ত ইত্যাদিতে উপাধি লাভ করে এবং রীতিমত সংস্কৃতে কথা বলিতে, তর্কবিতর্ক করিতে এবং বক্তৃতা করিতেও পারিত। সেই আশ্রমের আরও কয়েকটি মেয়েও ওরূপ পারিত আমি নিজে জানি। আপনাদের সাধারণ টোলে কথা-বলা শিখানো হয় না। শুধু সূত্র, টীকা, পঞ্জি মুখস্থ করানো হয়। আর আমাদের স্কুলের ত কথাই নাই! আমি এমন বহু লোক দেখিয়াছি যারা সংস্কৃতে বি-এ পর্যন্ত পাশ করিয়া গিয়াছে ভাল মার্ক পাইয়া, কিন্তু অপঠিত পুস্তক পড়িতে পারে না। কারণ অক্ষরজ্ঞানই হয় নাই!

উঃ—তবে তো আবার বলিবার আর কোন অবকাশই আপনি রাখিলেন না। আপনাদের স্কুলে যে ধরণে পড়ানো হয় তাতে সংস্কৃত কেন ইংরেজীই কি ডেড্ ছাড়া কিছু আছে। আর সংস্কৃতে তো অক্ষর-জ্ঞান পর্যন্ত হয় না আপনিই বলিলেন। আমাদের সাধারণ টোলের অবস্থাও তথৈবচ। ইহা কি ভাষার দোষ না শিক্ষাপ্রণালীর দোষ? কোন্‌টাকে দায়ী বলিব? পাঁচশ' বছর আগে চৈতন্যদেব এই ভাষাতেই সমস্ত দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যায় তাঁর ধর্ম-মত প্রচার করিয়াছিলেন। কবি কর্ণপুর অতি অল্প বয়সেই কিরূপ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন? রঘুনাথদাস সেকালকার কায়স্থ রাজার ছেলে হইয়াও কিরূপ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাহা তাঁর রচিত স্তোত্রাদিতেই প্রকাশ।

প্রঃ—আপনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়াই কি এই ভাষার প্রতি আপনার স্বার্থ-প্রণোদিত পক্ষপাতিতা দেখাইতেছেন না?

উঃ—স্বার্থ? কেন আমি কি কন্‌-সেমরিতে যাইব, না দিল্লী সরকারে চাকুরী করিতে যাইব? স্বার্থের কথাই যখন তুলিলেন তখন এটা বলা চলে যে, সংস্কৃতের এত গুণ থাকিতেও সে যে কেহ পায় না, এমন কি কেহ চায়ও না, তার কারণ, যাঁরা কহে দেবার মালিক তাঁদের ঐ ভাষার প্রতি স্পষ্ট অজ্ঞতা-নিবন্ধন সুবিদিত অবজ্ঞা, আর হিন্দীর প্রতি প্রচ্ছন্ন মাতৃভাষা-প্রসূত অবারিত প্রশ্রয়তা।

প্রঃ—মন্তব্যটা ঘোরতর ঘোরালো রকমের হইলেও ঘোরহয় ঘারালো হয় নাই। কারণ সংখ্যাধিক্য তো বটেই।

উঃ—হাঁ। ভোটের কথা তো এ-যুগে আছেই। যাযিকার বা উপযুক্ততার দরকার কিছুমাত্র নাই। পারিবারিক সম্পত্তির বেলাও যদি পুত্র-কন্যারা ইচ্ছা করিলেই ভোটাধিক্যে পিতাকে পরাস্ত করিতে পারিবে এইরূপ একটা কিছু আইন হিন্দুকোডে ঢুকাইয়া দিতে পারা যায়, তবে বাপগুলিকে সায়েস্তা করা চলে। ছাত্র-ফেডারেশনের দৃষ্টি এদিকে পড়া উচিত। হাসি-ঠাট্টা নয়; সংস্কৃত ছাড়িয়া যে হিন্দীর মত একটা ভাষা, যাতে তুলসীদাসী রামায়ণ প্রভৃতি এক-আধখানা বই ছাড়া প্রথম শ্রেণীর বই নাই বলিলেও চলে, তাহাকে রাষ্ট্রভাষা করা হইবে স্থির হইয়াছে। ইহা দুঃখেরই কথা। ইহাতে কয়েকটিমাত্র অঞ্চলের লোকের উপর অন্যায় প্রতিযোগিতার টেক্কা মারিবার সুযোগ হইবে! সংস্কৃত হইলে সবাই সমান সুযোগ পাইত।

(ক্রমশঃ)

পত্রিকা-জগৎ

"দি সানডে ষ্টাণ্ডার্ড"

(১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯)

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি সমালোচনার জন্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সাপ্তাহিকে আমেরিকার 'ওর্লন' নামক নতুন কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। এই তন্তু অনেকাংশে নব-আবিষ্কৃত নিলন নামক তন্তুর মত।

রেঁয়া বা নকল রেশম আবিষ্কার খুব বেশী দিনের ব্যাপার নয়। মাত্র ৫০ বছর আগে এই তন্তু- আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে নকল রেশম পশম ও রেশমকে অতিক্রম করিয়াছে। বর্ত্তমানে কার্পাসের পরেই নকল রেশমের স্থান।

ওর্লন প্রাকৃতিক তান্তব পদার্থ থেকে নির্ম্মিত। ইহার বিশেষত্ব, এই আর্দ্র অবস্থাতেও ইহা রীতিমত শক্ত থাকে। এই তন্তু দ্বারা নির্ম্মিত কাপড় কুঁচকায় না এবং তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়। ইহা পোকায় কাটে না। ইহা রেশমের মতই মোলায়েম। এই তন্তুর কাপড় যখন বাজার ছাইয়া ফেলিবে তখন রেশমী কাপড় ও নকল রেশমের কাপড়-চোপড়কে বেশছাড়া করিবে বলিয়াই মনে হইতেছে।

সমালোচনা

ইণ্ডিয়া অন্ মার্চ ; ডোরোথি ডস্ ; লণ্ডন ; ফ্রেণ্ডস্ পিস্ কমিটী ; ১৯১৪ ; ১ শিং।

আলোচ্য গ্রন্থখানাতে ভারতের জনৈক ইংরেজ বন্ধু ভারতের সমস্যাগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। বইখানার লিখনা সম্মেলন পর্য্যন্ত ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থা নিরসনের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা এবং এই সমস্ত প্রচেষ্টায় গান্ধীজীর অবদান বিবৃত করা হইয়াছে। এই সমস্ত প্রচেষ্টার ব্যর্থতা সম্বন্ধে বইখানায় কোনও নেতা বা পার্টির উপর দোষারোপ না করিয়া শুভেচ্ছা বন্ধুত্বের মনোভাব লইয়া সকলকে সমবেতভাবে চেষ্টা করার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। গান্ধীজীকে ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় শত্রুরূপে অঙ্কিত না করিয়া ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের সংযোগ-সেতুরূপেই কল্পনা করা হইয়াছে।

লেখিকা গান্ধীজীকে ভারতবর্ষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের প্রধান নেতা ও কর্ম্মিরূপেই কল্পনা করিয়াছেন। বইখানা পড়িলে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের সুবিধা হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। দি এনাবেড্ মিলিটারী গবর্ণমেণ্ট অব্ জার্মানি ; অক্টিষ্ট ফ্রিড্‌ম্যান্ ; লণ্ডন, ইঙ্গলিশ আণ্ড্ নর্ডিক লিমিটেড্ ; ১৯৪৭ ; ৩৬২ পৃঃ।

২। ইণ্ডিয়ান্ ইকনমিক্স্ ; এস এম আখতার ; গুরুচরণ সিং এণ্ড কোং ডিষ্ট্রিবিউটর্স ; দিল্লী ; লাহোর ; এস চাঁদ এণ্ড্ কোং ; ১৯৪৬ ; ৭৪৯ পৃঃ ; ১০৷০।

৩। দি সিভিল সার্ভিস ইন দি চেঞ্জিং ষ্টেট ; এইচ আর ভি গ্রীভস্, লণ্ডন ; নিউনী ; বোম্বাই ; টোরোণ্টো ; ওক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ; ১৯৪৭ ; ২৪০ পৃঃ।

৪। দি সেবার প্রবলেম্ ইন দি ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ; ই ই রবিন্স ও জ্যাক টি ডি ভাইভার নিউইয়র্ক ; ডি ভ্যান্ নষ্ট্রাণ্ড্ কোং ; ১৯৪৭ ; ৪৮৭ পৃঃ।

গিরিশচন্দ্র সেন ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

(পূর্বানুবৃত্তি)

তাঁহার পত্নী ব্রহ্মময়ী দেবী আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষায় তিনি অত্যন্ত অনুরাগিণী ছিলেন। গিরিশচন্দ্র যখন ব্রাহ্মধর্ম-গ্রহণের জন্য আত্মীয়-স্বজনের সহানুভূতি ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন, সেই সময়ের অবস্থা বিবৃত করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন :—

"সহধর্মিণী ব্রহ্মময়ী দেবী আমার প্রতি অতিশয় অনুকূল হইয়াছিলেন, তিনি আমার ধর্মপথে সহায় ও বন্ধু ছিলেন, তাঁহার উৎসাহ, দৃঢ়তা ও ধর্মনিষ্ঠায় আমি ধর্মপথে অগ্রসর হইয়াছি এবং স্থিরতর থাকিতে পারিয়াছি।" (আত্মজীবন, পৃঃ ৩০) অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :—

"আমি নারীজীবনদ্বারা নিজ জীবনে বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য নারীজাতির সেবা করা আমার চিরজীবনের ব্রত হইয়াছে।" (আত্মজীবন, পৃঃ ৩১)।

ব্রহ্মময়ীর অকাল-বিয়োগব্যথা গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছিল। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গ্রন্থরচনায় এবং নানা জনহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের আরও দুইটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—বিলাস-বিদ্বেষ ও স্বভাবসিদ্ধ ভক্তি। তাঁহার আত্মজীবনে তিনি লিখিয়াছেন :—

"সামান্যভাবে জীবনযাপন করা আমার চিরকালের অভ্যাস। আমি সামান্য অন্নবস্ত্রাদিতে সন্তুষ্ট। ক্রয় ও চিরুণীদ্বারা কেশবিন্যাস এবং আর্শীতে মুখাবলোকন, ইহা আমাদ্বারা জীবনে বড় ঘটে নাই। আমি বিষয়-কর্মে ব্যাপৃত থাকার সময়েও সুযোগমত স্থানে স্থানে যাইয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছি, প্রার্থনান্তে বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি, নিত্য-উপাসনায় আনন্দলাভ করিয়াছি। আমি নিরাশ ও নিরুৎসাহ হই নাই। মহাশক্তির প্রতিও যে ভগবানের বিশেষ কৃপা প্রকাশ পায়, আমার জীবনই তাহার সাক্ষী। বিশ্বাস করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিলে কখনও বঞ্চিত হওয়া যায় না, আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিব। (আত্মজীবন, পৃঃ ৪৩)

তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য জন্মভূমি পাঁচরোনা গ্রামের প্রতি অনুরাগ। তাঁহার উইলে স্বীয় গ্রামের দুঃখিনী বিধবা, নিরাশ্রয় বালক-বালিকা, দরিদ্র বৃদ্ধ ও নিরুপায় রোগী এবং নিঃসম্বল ছাত্র ও ছাত্রীদিগের অন্নবস্ত্র, চিকিৎসা ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার বেশভূষা তাঁহার শিষ্যে বিজয়মালা পরাইয়া দিয়াছে কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি তাঁহার দুঃখিনী জন্মভূমিকে বিস্মৃত হন নাই।

অক্লান্তকর্মা গিরিশচন্দ্র তাঁহার মনীষাকে দেশের ও জাতির সর্বপ্রকার কল্যাণকর কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষে মানুষে বিরোধকে একান্ত অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন নাই, মৈত্রীর আদর্শ একদিন পৃথিবীতে স্থাপিত হইবে, মানবতা একদিন জয়যুক্ত হইবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট গিরিশচন্দ্রের লোকান্তর ঘটে।

অন্ন-বস্ত্র-সমস্যা

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

এমনই একদিন আমাদের এই বাংলায় ছিলো যে দিন সত্য সত্যই এই পুণ্যভূমি ছিল শ্যামলা, মলয়জশীতলা, শস্য-শ্যামলা। মাঠে মাঠে ধানের সমারোহ, গোহালে গাভীর উজ্জ্বল দুগ্ধধারা—বাঙালীর ঘরে ঘরে সেদিন প্রকৃত শান্তি বিরাজ করেছিল।

অনেক দিন—অনেক বছর হলো তা বিস্মৃতির গর্ভে

বিলুপ্ত হয়েছে। বাংলার কৃষককুলের অবস্থার অবনতিতে, কৃষি-চাষ—সেচ-ব্যবস্থার অভাবে বাংলায় অন্ন-বস্ত্র-সঙ্কট অনেক দিন পূর্ব্ব থেকেই দেখা দিয়েছে।

মোগল আমলে টাকায় ৮/ মণ চাল বিক্রয় হতো, বাঙ্গলায় বিশেষ করে পূর্ব্ববঙ্গে, তখন পৃথিবী-বিখ্যাত ঢাকার মসলিন না হলে আমাদের এই বিলেতি মেমদের লজ্জা নিবারণ হতো না। কিন্তু আজ বাঙ্গলার এই ভয়াবহ অবস্থা!

অন্নের ব্যাপারে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই তাহলে দেখতে পাই যে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী-যুদ্ধে বাংলা যখন ইংরেজ বেণেদের কাছে স্বাধীনতা হারায় তখন হইতে বাংলার দুর্ভিক্ষের সোপান রচনা করা হইয়াছিল। তাহাদের রাজত্বে ভারতে মোট ২২ বার মারাত্মক দুর্ভিক্ষ হয়েছে। এই সব সরকারী হিসাব, এছাড়াও অনেক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তা তারা দুর্ভিক্ষ বলে ঘোষণা করেনি। তারা দুর্ভিক্ষের সংবাদ বন্ধ করেছে বটে কিন্তু দুর্ভিক্ষ বন্ধ করেনি। সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা সবারই শুনা আছে, এতে বাংলার এক কোটি লোক না খেয়ে মরেছিল। তারপর এই সে দিনকার ৪০-এর মন্বন্তর, যার ধাক্কা বাঙ্গলার সমাজ ও সভ্যতাকে একেবারে ওলটপালট করেছে। পিপ্‌ল রিলিফ কমিটির হিসাব থেকে জানা গিয়াছে যে, এতে মারা গিয়েছে ৩৫ লক্ষ লোক এবং ভিখারী হয়েছে ১৫ লক্ষ।

এত দুর্ভিক্ষ কেন হয়? এটা বুঝা শক্ত নয়। বাঙ্গলার প্রত্যেকে যদি রোজ দুবেলা পেট ভরে খায় তাহলে বছরে অন্ততঃপক্ষে ২৭ কোটি মণ চালের দরকার। কিন্তু বাঙ্গলার ক্ষেতে এত চাল উৎপন্ন হয় না। বর্ত্তমানে হিসেবে দেখা গিয়েছে যে, বছরে ২৩ কোটি মণ চাল উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঘাটতি থাকে ৪ কোটী মণের, বাঙ্গলায় মোট ২ কোটী ৯০ লক্ষ একর জমিতে রীতিমত চাষ-আবাদ হয়। এখনও চাষের উপযুক্ত ৩৭ লক্ষ একর জমি পড়ে আছে। সরকারী হিসেব অনুসারে প্রতি একর জমিতে ১২/ মণ ।৬ সের করে চাল হয়। সুতরাং ৩৭ লক্ষ একর জমিতে চাষ আবাদ করলে বছরে আরও ৪। কোটী মণ চাল পেতে পারি। এই পতিত জমিতে বাঙ্গলার অভাবতো থাকেই না বরং বাড়তিও কিছু হয়। এত জমি পড়ে থাকতেও আমাদের দেশে আজ রোজ দুর্ভিক্ষ। দেশে আমাদের জমিও অনেক, কৃষকও অনেক। অথচ চাষ হয় না, মানুষ মরে দুর্ভিক্ষে! এই হল পল্লী-সমাজের অচল অবস্থার নমুনা।

জমিতে জল, বাঁধ, সার এবং সোনা জল না ঢোকে তার ব্যবস্থা করলে ৪৭ লক্ষ একর জমিতে চাষ করে একর পিছু ২০/ মণ চাল সহজেই ফলান যায়। কিন্তু সে ব্যবস্থা করবে কে? বাংলার জমির মালিক আজ কৃষক নয় জমিদার, চাষের দায়িত্ব তাদের উপর নয় কৃষকের উপর।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে যদি কৃষককে জমির মালিক করা যায়, তা'হলে আবার সেই আগের মতই বাংলায় শান্তি বিরাজ করবে। বাংলার জমিদারদের বাৎসরিক আয় ১০ কোটী টাকা। এই টাকা যদি কৃষি-উন্নতির জন্য আসে, তা হলে বাংলার সমস্ত ক্ষেতে জল, বাঁধ, সার এবং বীজের ব্যবস্থা করা যায়। ছোট নদী ও মজা খালেও স্রোতের বেগ ছুটান যায়। জমির টাকা জমিতেই লাগানো উচিত।

এই পরিবর্ত্তনই আজ বাঙ্গালীকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচিয়ে বাংলার পল্লী-সমাজে নব জীবন আনতে পারে।

বস্ত্র-সমস্যাও আজকাল একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অতীতের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি, তা'হলে দেখতে পাই যে, এই বাংলার কারিগররাই একদিন জগদ্বিখ্যাত ছিল, কিন্তু আজ তারা ধ্বংসের পথে। অথচ এদেশে বস্ত্রের কারখানা এত বেশী নেই যে, বস্ত্র-শিল্প না হলেও চলে। বাংলায় কাপড়ের এত অভাব, তবুও ১৯৪০ সন পর্য্যন্ত শতকরা ৩০ খানা তাঁত অর্থাৎ ¼ ভাগ বন্ধ হয়েছে, সুতোর অভাবে এই কয় বছর ভীষণ দুর্যোগের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। তাঁতীদের অবস্থার উন্নতি না করলে দেশের সমৃদ্ধি ফিরে আসতে পারে না,—পারবেও না। তাঁতীদের জন্যে সুতো মিলি করলে, তাঁতের কাজও বাড়ানো যায়, কিন্তু সুতো চোরা-বাজারের

ঘরে কিনে তারা ব্যবসা চালাতে পারে না। ৪০ নং সুতার কন্ট্রোল দর ১৯৲ প্রতি বাণ্ডিল, চোরা-বাজারে দর ৭১৲, ঐ চোরা বাজারে কিনেও তারা যে সব জিনিষ তৈরী করে তাও মহাজনের চেয়ে সুষ্ঠি এড়ায় না। তারা কারিগরদের কাছ হতে কিনে চোরা-বাজারে পাঠায় দর ১৫৲ ২০৲। এই জন্যই আমাদের কাপড়ের অভাব এত বেশী।

বাংলাদেশে বছরে কাপড় লাগে ৮৪ কোটী গজ, মিলের কারখানায় তৈরী হয় ২২ কোটী গজ, এ ছাড়া তাঁতে হয় ১৫ কোটী গজ। ৪৮ কোটী গজ কাপড়ের জন্য আমাদের বিদেশীদের কারখানার তয়দার বসে থাকতে হয় কেন? কেন আমরা অন্যের উপর নির্ভর করবো?

আমাদের এই বহুবৃষ্টি কি এতই নিষ্ঠুর যে সে তৃষ্ণা মেটাতে পারে না? এবং রেল জাহাজ অথবা উড়োজাহাজের পথে কি সেই কারখানা বসাতে পারে না? পারে এবং পারলে এর আমদানি-রপ্তানিতে সুবিধে হবে—আমাদের বস্ত্র-সমস্যা মিটিবে। কিন্তু এর জন্য চাই অর্থ, এর জন্য চাই কুশলী।

যদি কুশলকুল তুলুঠো তাদের জন্যই বাস্ত থাকে তবে কি করে দেশের অভাব মিটিবে? দুর্ভিক্ষতো চিরদিনই থাকবে।

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—বারাসত মহকুমার গ্রামে ভাকাতি। কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের আয়-ব্যয়। রহিমাদের দান। ২২

আর্থিক ভারত ঃ—পূর্ব্ব-পাঞ্জাব সরকারের বাজেট। কৃষি-সংবাদ। ২৩

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চাউল বণ্টন। এসিয়ার সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য। ভারতের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য। যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি রপ্তানি। চিলি দেশে সমবায়। ২৪

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—পূর্ব্বঙ্গ সংখ্যালঘু বোর্ড। আয়ারী হরফের প্রবর্ত্তন। ২৬

গোলাকাৎ ঃ—রাষ্ট্রভাষা ২৭

পত্রিকা-জগৎ ২৯

সমালোচনা ২৯

গ্রন্থপঞ্জী ... ২৯

প্রবন্ধ ঃ—(১) গিরিশচন্দ্র সেন ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন ৩০

(২) অন্ন-বস্ত্র সমস্যা।
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য ৩০

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

শ্রাবণ—১৩৫৬ ২৪শ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে-পরাণে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়ায়ে।

ARTHIK U·NNATI

(Economic Progress)

Established April 1926

EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR. *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 31- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE JULY-AUGUST NUMBER, 1949.

Section 1. Wealth of Bengal: Bengalis in the Army. Worst Condition of Villages in E.B. Bengali Language and its Use in Govt. Departments. p. 34.

Section 2. Economic India: Crisis in Cotton Industry. Central Budget of India and Pakistan. p. 35.

Section 3. World Economy: Anglo-Pak Sterling Discussion. World's Rice Production. Production of Oil in Near and Far East. Final Forecast of Cotton Cultivation in Pakistan. p. 36.

Section 4. Men, Institutions and Movements: Principal Ibrahim Khan on Pakistan Budget. Obl. A. C. Chatterjee's Lecture on Public Health. p. 37.

Section 5. Interview: The State Language: p. 39.

Section 6. World of Journals: *Dacca Prakash* (Independence Number) p. 40.

Section 7. Reviews: Our Economic Problem. p. 41.

Section 8. Bibliography: 4 Books Announced. p. 42.

Article: Bengal's Demand.
By Probir Kumar Bera. p. 42.

বাংলার সম্পদ

সৈন্যবাহিনীতে বাঙ্গালী

ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কে-এম্, কারিয়াপ্পা বঙ্গীয় রক্ষিদলের উদ্যম ও কর্মতৎপরতার উচ্চ প্রশংসা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য গভর্নর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শিক্ষা-কেন্দ্রের কমাণ্ডেণ্টের নিকট পত্র দিয়াছেন। বিগত ১৪ই এপ্রিল তারিখে কাঁচড়াপাড়ায় তাঁহাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সূচনাওয়ার্ড, সমষ্টি ব্যায়াম ও খেলাধূলায় তাঁহারা যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহার উল্লেখ করেন। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার এই শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে, সৈন্যবাহিনীতে যথোপযুক্ত সংখ্যায় বাঙ্গালী নিয়োগের বিষয় তিনি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়াছেন।

এই-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর (ওয়েষ্ট-বেঙ্গল টেরিটোরিয়াল ভলেন্টিয়ার্স কোর) বঙ্গীয় ভারতীয় রক্ষিদলটিই এ বৎসর বঙ্গীয় রাজ্যদলরূপে পুনর্গঠিত হইয়াছে। বিগত ১৪ই এপ্রিল তারিখে উক্ত দলের প্রথম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান সেনাপতি প্রধান অতিথি ছিলেন।

পল্লী-অঞ্চলে চরম দুর্দশা

নাকরগঞ্জ জেলাবোর্ডের নব-নির্বাচিত সদস্য, সাপ্তাহিক "বরগুনার" সম্পাদক, জনাব জুলফিকার কিবরিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় পল্লীঅঞ্চল পরিদর্শন করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে দেশের সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

বিগত তিন সপ্তাহ যাবৎ বাকরগঞ্জ জেলার সদর মহকুমার হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ ও ভোলা মহকুমার লালা, বরহানুদ্দিন, লালমোহন প্রভৃতি থানার বিভিন্ন স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, দেশের বর্তমান দুর্দশা ও হাহাকারে দেশময় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির অসময়ে অকালে শস্যক্ষেত্রগুলি শস্যহীন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কৃষকগণ অতিবৃষ্টির দরুণ মরিচ, পাট, তিল ইত্যাদি শস্যে বঞ্চিত হইয়া ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ-মহামারীর ভয় করিতেছে। অনাবৃষ্টির জন্য বীজ-ধান বপন করিতে না পারায় পৌষ মাসে উপবাস করিতে হইবে এই আতঙ্কে কৃষকের ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। উহার উপর সরকারী মামলার মাশুল দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। সরকারের "লেভি", "পারমিট" ইত্যাদি অনাসৃষ্টি ও অবিচার মানুষকে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। আগামী দিনের একটা ভয়ানক আতঙ্ক মানুষের অন্তরে বাহিরে পঞ্চাশ সনের দারুণ দুর্দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সেদিনকার বিদেশী বৃটিশ গভর্নমেণ্টের আমলে আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থা ও অবহেলায় আওতায় পড়িয়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে অকালে দুর্ভিক্ষের কবলে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। আজ আবার স্বাধীন রাষ্ট্রে স্বদেশী মন্ত্রী-মেম্বার-অফিসারদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অব্যবস্থা, অবহেলা, অক্ষমতা, অযোগ্যতা ও কালো-বাজারীর তাণ্ডব-লীলায় একটা পৈশাচিক কারুক্যরখানা পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্তমান সঙ্কটময় অবস্থায় জন-সাধারণ অন্ন-বস্ত্রে বুভুক্ষিত ও দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পথে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

এই অবস্থায় ১৪৪ ধারার দোহাই দিয়া কোন সভা-সমিতি বা আন্দোলন করা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। জনসাধারণের দাবী-দাওয়া বাস্তবতা-অভিযোগ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলে কম্যুনিষ্ট বলিয়া সরকারী আক্রমণে নাজেহাল হইতে হয়। আজ জনসাধারণের একান্ত দুর্দিনে "কেনাইরা" উঠে বন্ধিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান।

সরকারী কাজে বাংলা ভাষা

বহুদিন পরে বাংলা ভাষাকে প্রদেশের সরকারী ভাষা

করার নীতি গ্রহণের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছু ব্যয় বহন করিতে হইয়াছে।

দেশীয় ভাষা, বিশেষতঃ বাংলা ভাষার কাজ বাড়িয়া যাওয়ায়, তাহা সম্পাদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট প্রেসে স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কিছু ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে। এজন্য ১৯৪৮-৪৯ সনে ৫৫,৬৫০৲ টাকা ও ১৯৪৯-৫০ সনে ৪১,১০০৲ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বস্ত্র-শিল্পে সঙ্কট

ভারতের শ্রমশিল্পে শ্রমিক-বিরোধ-সম্পর্কিত এপ্রিল মাসের (১৯৪৯) সাময়িক পরিসংখ্যান সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় যে, ঐ মাসে ১০৩টি শ্রমিক-বিরোধ ঘটে এবং উহাতে ৫৩ হাজার ১৩৩ জন কর্মী জড়িত ছিল। ঐ বিরোধগুলির মধ্যে ৭৮টি নূতন বিরোধ। আলোচ্য মাসে ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৮০ জন মজুরের ১ দিনের কাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব মাসে ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৮৫ জন মজুরের ১ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছিল। ঐ মাসে ২০টি ক্ষেত্রে মালিকগণ কারখানা বন্ধ করিয়া দেন।

আলোচ্য মাসে কাপড়ের কলগুলিতে ২ লক্ষ ৬ হাজার ৬৪৫ দিন-মজুরের কাজ নষ্ট হয়। পূর্ববর্তী মাসে ৫১ হাজার ৮৬ দিন-মজুরের কাজ নষ্ট হয়। ঐ মাসে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে ৮৭,১১৬ জন দিন-মজুরের কাজ নষ্ট হয়। মার্চ মাসে ২,০৮,২৫৩ জন দিন-মজুরের কাজ নষ্ট হইয়াছিল। গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে খনি-শিল্পে ৮০ হাজার দিন-মজুরের কাজ নষ্ট হইয়াছিল।

৩৮টি ক্ষেত্রে বেতন, ভাতা ও বোনাস বিরোধের মূলীভূত বিষয় ছিল। ১৭টি ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে জয়ী হয়।

আহমদাবাদ মিল-মালিকগণ বোম্বাই সরকারকে জানাইয়াছেন যে, বর্তমান মাসের শেষের দিকে ৩০টি মিল বন্ধ হইয়া যাইবে।

আহমদাবাদ মিল মালিক-সমিতির তরফ হইতে বলা হইয়াছে যে, গত ছয় মাস যাবৎ মজুদ কাপড় আটক করিয়া রাখায় শ্রমিকদের বেতন দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ইহার ফলে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বস্ত্রোৎপাদন কেন্দ্রে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক কর্মহীন হইয়া পড়িবে।

আমেদাবাদ মিল-মালিক সমিতির সভাপতি শেঠ রমণলাল সারাভাই অদ্য বলিয়াছেন, আমেদাবাদের মিলসমূহে প্রায় ১৫ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় জমিয়া গিয়াছে। এই মজুত কাপড় খালাস করিবার জন্য বোম্বাইএর টেক্সটাইল কমিশনার এপ্রিল মাসের ও তাহার পূর্বের টেক্স মার্কা যুক্ত গাঁইটসমূহ ছাড়িয়া দিবার জন্য মিলসমূহকে অনুমতি দিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন। শেঠ রমণলাল শ্রমমন্ত্রী মিঃ গুলজারী লাল নন্দ ও টেক্সটাইল কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বোম্বাই হইতে অদ্য প্রাতে ফিরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মে মাসের টেক্স মার্কা যুক্ত গাঁইটগুলি ছাড়িয়া দিবার অনুমতি দেওয়া না হইলে অধিক পরিমাণ কাপড় জমিয়া যাওয়ার ফলে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে দূরীভূত হইবে না।

তিনি বলেন অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হইতেছে, বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ।

পাকিস্তান ও ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেট

সম্প্রতি উভয় রাষ্ট্রের চলতি বৎসরের বাজেট পরিষদে উপস্থিত হইয়াছিল এবং জানা যায় পাকিস্তানের বাজেটে ৯৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং ভারতের ১৪ কোটী

৭৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। উভয় বাজেটের প্রতি সামান্য দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়, উভয় রাষ্ট্রই বিপুল অর্থ দেশরক্ষা খাতে ব্যয় করিতেছে। পাকিস্তানের অর্থ-সচিব এই প্রসঙ্গে একটী অতি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, উভয় রাষ্ট্রের সত্বর এই ব্যয় হ্রাস করা দরকার। নচেৎ এই আত্মঘাতী নীতির ফলে কোন রাষ্ট্রই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। যে পরিমাণ অর্থ এই খাতে ব্যয় হয় তাহা দিয়া দেশের উন্নতিকল্পে বিবিধ গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে। যদি উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ী সদ্ভাব ও সহানুভূতি স্থাপিত হয় তবে এই ব্যয় বিপুল পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব হইবে।

আমাদের বিশ্বাস এই সহজ সত্যটী উভয় রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক আশু উপলব্ধি করিবেন এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবেন যাহাতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব ও বিশ্বাস স্থাপিত হইবে এবং দেশরক্ষা খাতে ব্যয়-পরিমাণ হ্রাস পাইবে। (ঢাকাপ্রকাশ)

দুনিয়ার ধনদৌলত

ইঙ্গ-পাক ষ্টার্লিং আলোচনা

ইঙ্গ-পাকিস্তান ষ্টার্লিং আলোচনায় যোগদানকারী অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের কার্য্যশেষ করিয়াছেন বলিয়া অদ্য এখানে নির্ভরযোগ্য মহলের সংবাদে প্রকাশ।

পাকিস্তানের অর্থসচিব জনাব গোলাম মোহাম্মদ এবং স্যার হ্যারোল্ড ক্রীপসের মধ্যে আলোচনা হইলেই ষ্টার্লিং চুক্তিটি চূড়ান্তভাবে সম্পাদিত হইবে। জনাব গোলাম মোহাম্মদ তাঁহার ইউরোপ সফর শেষ করিয়া লণ্ডনে উপস্থিত হইবেন।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি যে কমনওয়েলথ অর্থসচিব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, জনাব গোলাম মোহাম্মদ তাহাতে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

বৃটেনের নিকট পাকিস্তানের যে ১৫ কোটী ৬০ লক্ষ ষ্টার্লিং পাওনা রহিয়াছে, তাহার মধ্যে পাকিস্তান ষ্টার্লিং এবং ডলার মুদ্রা কি পরিমাণ পাইবে বর্ত্তমান ষ্টার্লিং আলোচনার দ্বারাই তাহা স্থির হইবে।

এই নয়া ষ্টার্লিং চুক্তির মিয়াদ এক বৎসরকাল হইবে। গত বৎসরের চুক্তির মেয়াদ ৩০শে জুলাই শেষ হইয়া যাইবে।

বিশ্বের চাউল উৎপাদন

যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র বিশ্বে যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইত, বর্ত্তমান উৎপাদন উহা অপেক্ষা শতকরা দুই ভাগ অধিক বলিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগ জানাইয়াছেন। ১৯৩৮ সনের আগষ্ট হইতে ১৯৩৯ সনের জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরে মোট ৭,৫০০,০০০,০০০ বুশেল চাউল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে উহার গড় পরিমাণ ছিল ৭,৩০০,০০০,০০০ বুশেল।

নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যে তৈলোৎপাদন

নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের মোট উৎপন্ন তৈলের প্রায় অর্দ্ধেক তৈল এংলো-ইরানিয়ান তৈল কোম্পানী উৎপাদন করিয়া থাকে। ১৯৩৯ সনে কোম্পানী ১ কোটি টন তৈল উৎপাদন করে, ১৯৪৭ সনে করে ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টন এবং ১৯৪৮ সনে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টন। সস্তা মজুর খাটাইয়া কোম্পানী প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। কোম্পানীর নিজের দাখিল করা হিসাব মত ১৯৪৬ সনে কোম্পানীর মুনাফা হয় ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৪৭ সনে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৪৭ সনে ২ কোটি পাউণ্ড। ইহা কিন্তু আসল হিসাব নয় কারণ মুনাফার কিছু অংশ ইরাণকে দিতে হয়। উহার শতকরা ৫০ ভাগ ব্রিটিশ সরকারের।

পাকীস্তানের তুলাচাষের পূর্ব্বাভাষ

পাকিস্তান সরকারের তুলা চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ

হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৮-৪৯ সনে পাকিস্তানে তুলা চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে ২,৭১৫,০০০ একর। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উক্ত জমির পরিমাণ ছিল ৩,১২২,০০০ একর। ইহা হইতে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত জমির পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। এই হ্রাসের জন্য প্রতিকূল আবহাওয়াই দায়ী। উৎপন্ন ফসলের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাস হইতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ হইতেছে ৯৮,০০০ বেল (প্রতি বেলে ৪০০ পাউণ্ড)। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ১,১১৫,০০০ বেল। কাজেই দেখা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে ইহার পরিমাণ শতকরা ১২১ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

পাকিস্তান বাজেট সম্বন্ধে প্রিনসিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ

* * *

এইবার বাজেটের অপর দিক্ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব এবং তাহা বলিবার পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয় খোলাসা করিয়া বলা প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি।

কথাটা এই :—আমি পাকিস্তানের নাগরিক। এই পাকিস্তানের মধ্যেই একটি বড় কারখানা আছে। আমি তার নাম এখানে বলিব না। সে নাম করিলে নাকি প্রাদেশিকতার গন্ধ কাহারো নাকে বড় লাগে; কিন্তু আসল কথা এই যে, আমি সে জায়গাটিকে বড়ই ভালবাসি। সেখানেই আমার জন্ম, সেখানকার ভাত পানিতেই আমি বড় হইয়াছি, তারই বাতাস নিঃশ্বাসে নিয়া বাঁচিয়া আছি, আর সেই জায়গাই আমাকে এই মহৎ মজলিসে আসিবার সৌভাগ্য দান করিয়াছে। কাজেই এ কথা আমি অসঙ্কোচে ঘোষণা করিতেছি যে, সে দেশের উপর কোন অবিচারের ছায়াপাত হইলেও আমার মনে বড়ই লাগে। আর এই বাজেটে সেই অবিচারের পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

(ক) লাহোরে মহিলাদের জন্য একটি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ হইতেছে। লাহোরকে আমি হিংসা করিতেছি না। পাঞ্জাবের জন্য এরূপ একটি কলেজের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। এখানে কলেজটি হওয়ায় আমি খুসী। কিন্তু অমন আর একটি কলেজ সেই "নাম নিষিদ্ধ" প্রদেশে হইল না কেন? সেখানকার বাসিন্দা সংখ্যায় বেশী তাহাদের প্রয়োজন কোন অংশেই তো কম হওয়ার কথা নয়।

(খ) সরকারী খরচে মহিলাদের জন্য দুইটি ডিগ্রী কলেজ হইতেছে। একটি সিন্ধুতে অপর একটি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। ইহারা কলেজ পাইল খুবের কথা; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে অমন আর একটি কলেজ হইল না কেন?

(গ) নৌবহরের জন্য করাচীতে ডক নির্ম্মিত হইতেছে। ভাল কথা। কিন্তু পাকিস্তানে ত আরো একটি বন্দর রহিয়াছে। তাহার নামটির তো উল্লেখ কোথাও নাই। নৌবহরের সাহায্যের প্রয়োজন সেই দেশেই তো বেশী।

(ঘ) শিল্প গবেষণাগার ইত্যাদি স্থাপনের জন্য সাড়ে সাত লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। সে গবেষণাগার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত না হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানে হয় কেন?

(ঙ) অস্ত্র-নির্ম্মাণের কারখানা সেই "নাম-বলা-যাবে না" প্রদেশে স্থাপনের জন্য সে জায়গার মেয়রেরা বক্তৃতা করিয়া গলা ভাঙ্গিয়াছেন। এবারের বাজেটে সেই অস্ত্র-কারখানার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে পশ্চিম পাকিস্তানে!

(চ) হাওয়াই জাহাজ-মেরামতের কারখানা, সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, ক্যাডেট ট্রেনিং-সেন্টার

সবই স্থাপিত হইতেছে কেবল পশ্চিম পাকিস্তানে। সেই ফুলে-যাওয়া দেশটি কি অপরাধ করিল?

(ছ) চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি-বিধানের সঙ্গে যে সেই পাওনা-বঞ্চিত প্রদেশটির উন্নতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাহা স্বয়ং মন্ত্রীমহোদয় তাহার বাজেট বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেই বন্দরের উন্নতির জন্য সরকার কি করিয়াছেন? ১৮ মাসের কঠোর চেষ্টায় কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারের নিকট হইতে সরকার একটি প্রাথমিক রিপোর্ট আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মন্ত্রীমহোদয় আশ্বাস দিয়াছেন চট্টগ্রাম সম্বন্ধে মস্ত পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে। চাল—পর্ব্বতের ও প্রসব বেদনা শুরু হইল, দেখা যাক মূষিক ছাড়া আরো কিছু বাহির হয় কি না!

"কিন্তু থাক, এ মেয়েলী কাহিনী আর লম্বা করিয়া লাভ নাই। আমাদের কথা শুনিয়া যদি সরকার তাঁহার মতিগতি না বদলান, তবে জনসাধারণের টাকা খরচ করিয়া এ তামাশা দেখিবার জন্য এখানে আর আসা সঙ্গত হইবে কি না, তাহা ভাবিবার কথা।

"সরকার বলিবেন, রাতারাতি কি সব হয়?" বেশ, এক রাত্রে না হয়, দুই রাত্র নিন্। কিন্তু আপনি এক রাত্রের এজলাস ধরিয়া যে কাহিনী বলিবেন তাহাতে জনসাধারণের সে ঘুম আর নাই।

কমিউনিজম আমাদের দুয়ারে ঘন ঘন হানা দিয়া ফিরিতেছে কিন্তু তাহা নিবারণের জন্য কোন বাজেটে বরাদ্দ নাই। বাম্বা ও ধমধমের ঘটনার পরও সরকারের কি চোখ খুলিবে না?

"ভাত-কাপড়ের অভাবের প্রতিকার-মূলক কোন পরিকল্পনার আভাষ বাজেটে নাই। মন্ত্রী সাহেব কি মনে করেন যে, দেশের অর্দ্ধ-উপবাসী অর্দ্ধনগ্ন ভাই-বোনদের কাছে গিয়া এই কথা বলিলেই তাহারা আহ্লাদে আটখানা হইবেন যে, "আর চিন্তা নাই জনাবালি হুজুর, মন্ত্রী মহোদয়ের বাজেট ঠিক আছে তাহাতে কোনও আপত্তি নাই।"

কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জ্জীর বক্তৃতা

বাংলার স্বাস্থ্য-বিভাগের ডাইরেক্টর কর্ণেল এ, সি, চাটার্জ্জী মেদিনীপুর সদর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে মহিষাদল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ষাণ্মাসিক উপলক্ষে জনসাধারণের অবশ্য-পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করেন, বর্ত্তমান নানা-রোগ-প্রাবিত দেশে তৎপ্রতি সকলের মনোযোগ করা একান্তই কর্ত্তব্য। দেশের সর্ব্বাংশেই ম্যালেরিয়ার প্রভাব দিন দিন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি বলেন যে,—রোগ আরোগ্য করার জন্য চেষ্টা করা অপেক্ষা যাহাতে রোগে আক্রমণ করিতে না পারে তাহার জন্য সকলকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। হাসপাতাল, বিভিন্ন জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, হোটেল, চায়ের দোকান, মেঁওয়া প্রভৃতিতে আহার এবং অপরের এঁটো বাসনে আহার, এক ঘরে অধিক লোকের বাস প্রভৃতি হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়া তিনি এই সব প্রচারের ভার ক্লিনিক কর্তৃপক্ষকে লইতে অনুরোধ করেন। আরও বলেন যে, যাঁহারা জনগণের মঙ্গল করিতে চান, তাঁহারা যেন গ্রামে গ্রামে, বাড়ীতে বাড়ীতে ইহা প্রচার করেন। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তিনি প্রত্যেক বাড়ীতে যাহাতে ভাতের ফেন না ফেলা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে ও প্রত্যেক দিন সকালে আহারের সময় শাক এবং পান্তাভাত খাওয়ার উপকারিতা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেন।

এতদ্ব্যতীত আমাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনের কতকগুলি কুপ্রথা বর্জ্জন করিবার আবেদন জানাইয়া তিনি বলেন যে,—মাতৃজাতিকে আমরা তাঁহাদের প্রকৃত স্থান দিই নাই। তাঁহাদিগকে কামনার দাসী করিয়া রাখিয়াছি এবং তাঁহাদের অধিক সন্তান উৎপন্ন হওয়ায় নারী জাতির স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাই আজ ভারতে দ্রুত নারী-মৃত্যু ঘটিতেছে। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হইতে হইবে। অতীত কালের বিধি-নিষেধ আমাদিগকে সংযত করিয়া রাখিত। বাংলার কি শ্রমক্ষেত্রে কি কৃষক-শ্রেণীতে আজ শ্রমিক নাই। কল-কারখানার অধিকাংশই

অনুযোগী, হয় উড়িয়া, না হয় সাঁওতাল বাংলার কোটী কোটী টাকা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী বাবু হইয়াছে। তাহারা শাদা চামড়ার অধীনতা হইতে মুক্তি পাইলেও এই ভাবে বাংলা কিছুদিন অগ্রসর হইলে কালো চামড়ার অধীন তাহাদের নিশ্চয় হইতে হইবে বলিয়া তিনি সতর্ক করিয়া দেন।

মোলাকাৎ

রাষ্ট্রভাষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রঃ—আপনি সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চাহেন, অথচ ও ভাষায় কেহই কথা বলিতে পারে না।

উঃ—ইংরেজী যখন এদেশের আফিস-আদালতে চলিতে আরম্ভ করে তখন কি দেশের বহুলোক ইংরেজীতেই কথা বলিতে পারিত?

প্রঃ—সে তো পরের ভাষা। তারা তাদের সুবিধার জন্য উহা করিয়াছিল এবং কতকগুলি লোককে কাজ চালাইবার মত বিদ্যা শিখাইয়া লইয়াছিল।

উঃ—এবারেও যে ব্যাপারটা একেবারেই নির্জ্জলা নিঃস্বার্থের উপর করা হইয়াছে তা তো বলিতে পারি না। হিন্দীভাষা-ভাষীদের বিশেষ স্বার্থ বর্ত্তমান। কোনও কোনও প্রদেশে যে ঐভাষা জোর করিয়া পরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা দেখা গিয়াছে তাহাতেই ঐ নিঃস্বার্থতার মুখোস খসিয়া পড়ে। যাহাতে যাহার নিজের স্বার্থ নাই তাহাতে সে অত অন্যায় জেদ করে না।

প্রঃ—তাদের অন্যায় জেদ কেন বলেন? মহাত্মা ঋষি-তুল্য, বাক্তি তাঁর ভবিষ্যদৃষ্টির উপর যাদের আস্থা বেশী তারা তাঁর কথানুযায়ী একটু জেদ করিলে আপনি দোষ দিতে পারেন না।

উঃ—মহাত্মার ঋষিত্বে বিশ্বাসের কথাই আসেনা। তাহা হইলে হিন্দীর স্থানে হিন্দুস্থানী ভাষা এবং উর্দু অক্ষরও চালাইবার জন্য তার শিষ্যদের সমবেত চেষ্টা দেখা যাইত। আর ঋষির দৃষ্টির কথা অবান্তর। ঋষির দৃষ্টি ঋষির ভাষা ছাড়িয়া অন্যত্র পড়িতে পারে না। ওটা মহাত্মাজী মুসলমানদের মনোভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করিয়াছিলেন। অন্য দৃষ্টির কথা ছলনামাত্র।

প্রঃ—রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানের ভাষাইতো রাষ্ট্র-ভাষা হইবে।

উঃ—কেন? ওরূপ নিয়মের মূলে কোন যুক্তি আছে কি? আর রাজধানী কথাটাই বর্ত্তমান আমলে বাতিল করা উচিত। রাজাই যখন নাই তখন আর রাজধানী কি? আপনি যে কথা বলিতেছেন তার মূলে ছিল রাজার স্বেচ্ছাচার। কারণ রাজার যেভাষা রাজধানীরও সেই ভাষাই হয়। সুতরাং সমগ্র দেশেরও তাই হয়। গণতন্ত্রের যুগে ও কথা খাটিতে পারে না; কারণ আজ না হয় হিন্দী-ভাষা-ভাষী একজন রাষ্ট্রের কর্ণধার, কাল একজন বাঙ্গালী, পরশু একজন তামিলী কর্ণধার হইতে পারেন। আজ রাজধানী যেখানে আছে কাল প্রয়োজনবোধে তথা হইতে অন্যত্র অপসারিত হইতে পারে। তখন কি আবার কৈচে গন্ডুষ করিতে হবে?

প্রঃ—গণ-তন্ত্রের যুগের কথা যখন বলিলেন তখন গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতিপত্তি, তাহা এড়াইতে পারেন না।

উঃ—এখনই না হয় বাংলা বিভক্ত হওয়ার ফলে বাঙ্গালীর সংখ্যা ভারত ডোমিনিয়নে নগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন সময় ছিল যখন বাংলাভাষা-ভাষীর কি হিন্দীভাষা-ভাষীর সংখ্যা বেশী

তাহা নিয়া মতদ্বৈধ ছিল। তখনও ঐ হিন্দীর দিকেই আন্দোলন চালানো হইতেছিল। সেটা কেন তা বলিতে পারেন কি?

প্রঃ—আপনি কি কারণ নির্দ্দেশ করিতে চান?

উঃ—"গাছ থেকে পড়্‌ল তন পাঁচ লাভ, যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত"। যার যেটা ভাল জানা সেইটার দিকেই নির্ব্বিচারে তার স্বাভাবিক ঝোঁক আসবেই।

প্রঃ—স্বাভাবিক ঝোঁক তো বটে।

উঃ—ঐটাকেই অবশ্য অন্যেরা অস্বাভাবিক বলিবে। কারণ উহা নির্ব্বিচারে আসে।

প্রঃ—বিচারের কথা কেন বলিলেন বুঝিলাম না।

উঃ—যখন বাংলা ও হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল প্রায় সমান, কেহ বলিতেন বাংলা ভাষাভাষী বেশী কেহ বলিতেন হিন্দী ভাষাভাষী বেশী, তখন সংখ্যার দিক্ ছাড়িয়া দিয়া ভাষার গুণ-দোষ বিচার করা উচিত ছিল। সেই বিচার না করাতেই 'নির্ব্বিচারে' বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেও হিন্দি-ভাষা বাংলার কোনর পর্য্যায়ও পৌঁছিয়াছে বা দশ বৎসরের চেষ্টায় পৌঁছিবে তা বলা চলে না।

প্রঃ—কেন? অনুবাদের ফলে পৌঁছিবে বই কি।

উঃ—বড় হইবার তাগিদে কেহ বড় হইতে পারেনা। বাবা যা মাথার মত বড় হইবার তাগিদ অনেক শিশুই অনেক সময় অনুভব করে, কিন্তু রাতা-রাতি সে সেরূপ বড় হইতে পারে কি? শুধু অনুবাদে ভারসাম্যনাশ বা হাতেমতাই-জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে। কাশীরামী মহাভারত বা কৃত্তিবাসী রামায়ণ শ্রেণীর সাহিত্যও শুধু অনুবাদে হয় না। অন্যে পরে কা কথা?

প্রঃ—এখন তো আর বাংলা ভাষার সে দাবী নাই।

উঃ—আমি তো সে দাবী করিতেছি না। তবে দাবীর মূলা কতটা গণতান্ত্রিক তাহাই দেখাইলাম।

(ক্রমশঃ)

পত্রিকা-জগৎ

ঢাকা প্রকাশ—স্বাধীনতা সংখ্যা

'ঢাকা প্রকাশ' পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পুরাতন পত্রিকা। ইহার স্বাধীনতা সংখ্যার বাহিরের চেহারা ও ভিতরের মাল দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ঐ পত্রিকার বয়স ৮৯ বৎসর চলিতেছে। বর্ত্তমান সংখ্যাখানি পাকিস্তান-বাহাত্তরো এই অতি-বৃদ্ধের নবযৌবনের সূচনা করিতেছে।

আলোচ্য সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাড়া ২৭টী নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ ও কবিতা আছে। এই ২৭ জন লেখকের মধ্যে ২০ জন মুসলমান (তন্মধ্যে ৩ জন স্ত্রীলোক) এবং ৭ জন হিন্দু। সম্পাদক অবশ্য হিন্দু। ইহা পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুমুসলমানের মিলন-চেষ্টারও পরিচায়ক।

লেখকদের মধ্যে বিশিষ্ট আছেন—ডক্টর শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, অবেদচন্দ্র নন্দী, ডক্টর মুকুল দেবা, ডক্টর সন্তোষনাথ রায়, ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি। প্রবন্ধগুলি নানাবিষয়ক, যথা, চৃত্তিকার আজাদী, রাজাদেরা উচা রহে, স্বাধীন দেশের শিক্ষা, পাকিস্তানের সম্পদ্, শিশুর স্বাধীনতা, কাবলী নাচ, শিল্পবোধ, পাকীস্তান-সংগঠনে নারীর ভূমিকা, বিদেশীর চোখে পাকীস্তান, পাগলের মন, ঈদের মিছিল, স্বাধীনতা ও ইসলাম। ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ, ছাড়া ৪টী কবিতা আছে।

বহু নূতন লেখক-লেখিকার লেখা প্রকাশের সুযোগ করিয়া দিয়া ঢাকা-প্রকাশ তার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা খুবই ভাল। সংবাদ-প্রভাকরের গুপ্তকবি যদি তাঁর সহায়তার কর বিস্তার করিয়া সেই সময়কার কলেজের পড়ুয়াদের রচিত সাহিত্যের কলিগুলি প্রভাকরে ছুটাইবার ব্যবস্থা না করিতেন, তবে খুব সম্ভব

বঙ্গভাষার অনেক মহারথীকেই ফৌজদারী রাষের আর ডাকবিভাগীয় তদন্তের নদীর মত নীরস ক্ষেত্রে তাঁহাদের সাহিত্য-প্রতিভার সমাধি দেখিতে হইত। একশ' বছর পূর্বে কলিকাতায় একশ্রেণীর লেখকের জন্য এক সাপ্তাহিক পত্রিকা যা করিয়াছিল, একশ' বছর পরে যদি ঢাকায় অন্য শ্রেণীর লেখকের জন্য আর এক সাপ্তাহিক পত্রিকা তাই করে, তবে বলিব ইহা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। এখানে এখন আর ওসব বালাই বড় একটা দেখি না। সবাই "চাচা তোর আপন বাচা" নীতির উপাসক। পরকে কে বিনামূল্যে গড়ে? আশা করি ঢাকা-প্রকাশ আপনাকে এই পন্থা গ্রহণ করেন নাই।

• • • •

আলোচ্য সংখ্যায় শ্রীজীবন নন্দী কর্তৃক লিখিত "পাকিস্তানের সম্পদ্" শীর্ষক প্রবন্ধটী আমাদের পত্রিকার তরফ থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেখক প্রথমেই পাকিস্তানের জমির উর্বরতার কথা উল্লেখ করেছেন। নদ-নদীর প্রাচুর্য-বশতঃ পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত যান-বাহন চলাচলের সুব্যবস্থা বিদ্যমান। এর নদীর প্রবাহে হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার সৃষ্টির চিন্তাও একেবারে কল্পনা নয়। পূর্ব বাংলার নিজস্ব সম্পদ্ পাটের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলা, সিমেন্ট, লবণ, শুষ্ক ফল, কাঁচা চামড়া প্রভৃতি পণ্য বহু বিদেশী রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণ করে এবং বিনিময়ে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য আমদানি করিবার সুযোগ হয়। মোটের উপর, এই শিশুরাষ্ট্রের সম্মুখে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্মুক্ত ভাণ্ডারই আহিত হয়েছে।

অধ্যাপিকা পাতুনের লিখিত "পাকিস্তান সংগঠনে নারীর ভূমিকাও মূল্যবান প্রবন্ধ। নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানকে সার্থক ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া গড়ে তুলতে দীর্ঘ সময় ধরে সংগঠনের প্রয়োজন, এবং এজন্যে পাকিস্তানের নর ও নারী সকলেই অংশ গ্রহণ করতে হবে। মেয়েরা নানা ভাবে রাষ্ট্র-সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। লেখিকা তন্মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধেই বিশেষ-ভাবে আলোচনা করেছেন। শিশুই জাতির আশাভরসা। শিশুর শিক্ষার ভার জননীদের হাতে অর্পণ করা দরকার। এজন্য মেয়েদের রীতিমত ট্রেনিং দানের প্রয়োজন। লেখিকা প্রাথমিক শিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের উপযুক্ত পুরুষদের অন্যান্য কাজে নিয়োগের জন্য বলেছেন।

সমালোচনা

আওয়ার ইকনমিক প্রবলেম; পি, এ, ওয়াদিয়া ও কে, টি, মার্চেন্ট; নিউ বুক কোম্পানী; বোম্বাই; ৬।০।

বইখানায় ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের মূল আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকারদ্বয় দেশের বর্তমান সমস্যাসমূহের নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য পরিচয়-দানে সমর্থ হইয়াছেন। ইহারা নির্ভরযোগ্যসূত্রে অতি আধুনিক তথ্য ও রাশতোকলসমূহ সংগ্রহ করিয়াছে। ইহাদের মতে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলার সুষ্ঠু পরিচালনার উপরেই দেশের মঙ্গল নির্ভর করে না; সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও কৃষি-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহেরও সুনিয়ন্ত্রিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বাড়তির প্রয়োজন। কেবলমাত্র অর্থনীতির দিক্ নয় সমাজ-বিজ্ঞানের দিকেও যে গ্রন্থকারদ্বয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে বইখানার সর্বত্র তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চেষ্টা-চরিত্রের উপর নির্ভর করিয়া চলা যে সমীচীন নয়, তাহা বইখানায় চোখে আঙুল দিয়া দেখানো হইয়াছে। সরকারী অর্থনৈতিক কমিটী ও কমিশনগুলোও লোক-দেখানো ব্যাপার, গ্রন্থকারদ্বয়

তাহাও খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কল-কারখানাগুলোর সমাজতান্ত্রিকতা সাধন এবং সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্য ঐগুলোর একীকরণের উপরেই যে সমস্যার প্রকৃত সমাধান নির্ভর করিতেছে, আলোচ্য গ্রন্থে বিশেষ জোরের সহিত তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে। আর এইরকম ব্যবস্থা যে সহজ-সাধ্য তাহাও গ্রন্থকারদ্বয় বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বইখানার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী বেশ সরল ও প্রাঞ্জল। ইহা সর্বসাধারণের, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। হিউম্যান্ ব্রিডিং অ্যাণ্ড সার্ভাইভাল; গাই আর্থার বার্ক ও এল্‌মার পেটেল; নিউইয়র্ক, পেঙ্গুইন্ বুকস ইন্ কর্পোরেটেড; ১৯৮ পৃঃ; ২৫ সেণ্ট।

২। ফুডেনাইল্ ডেলিকুয়েন্সী; পি, এস, ডি, সি আরেট্; নিউইয়র্ক; দি এইচ, ডাব্লিউ উইল্‌সন কোং; ১৯৪০; ১৮৮ পৃঃ; ৩'৭৫ ডলার।

৩। দি কাল্‌চারাল অ্যাপ্রোচ; রুথ ম্যাক্‌মারে ও মুনলী; চ্যাপেল হিল—নর্থ ক্যারোলিনা; দি ইউনিভার্সিটী অব নর্থ ক্যারোলিনা প্রেস; ১৯৪৭; ২৮০ পৃঃ; ৩'৫০ ডলার।

৪। দি পলিটিক্যাল্ প্রবলেম্ অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিভিলিজেশন; এল্‌টন্‌মেয়ো; কেম্‌ব্রিজ—ম্যাসাচুসেটস্; হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল; ১৯৪৭; ২৬ পৃঃ; ৫০ সেণ্ট।

বাঙ্গলার দাবী *

শ্রীপ্রবীরকুমার বেরা

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূটরাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বিগত ১৯০৫ সনে বঙ্গ বিভাগের অনুকূলে অভিমত প্রচার করায় সারা বাঙ্গলায় যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহাই 'স্বদেশী আন্দোলন'। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় সারা বাঙ্গলার জনগণ ব্যাপকভাবে সাড়া দেন। বহু তরুণ শহীদের তাজা খুনে বাঙ্গলার মাটী রঞ্জিত হলেও আন্দোলনের গতি মন্থীভূত হয়নি। বাধ্য হয়ে শাসক সম্প্রদায় শান্তির হাতে পরাজয় স্বীকার করল। বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলন সার্থক হল। কিন্তু আজকের বাঙ্গলা রাজনৈতিক গতিচক্রে দ্বিধা-বিভক্ত। বাঙ্গলার এ বিপর্যয় বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর দুর্ভোগের কারণ। বর্তমান বাঙ্গলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে আমরা আজ স্বদেশে পরদেশী হয়েছি, নিজের ঘরের ভাইকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। মেনে নিয়েছি "রাড্‌ক্লিফ বাঁটোয়ারা" চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তাই বাঙ্গলার আকাশ-বাতাস বিদ্বেষের হলাহলে আর্দ্র সিক্ত কোলাহলে প্রকম্পিত।

পশ্চিম বাঙ্গলার অধিবাসীর সংখ্যা যেমন মুষ্টিমেয় মাত্র, তেমনি উহার আয়তনও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।

অগণিত বীর শহীদের তাজাখুনে অনুরঞ্জিত এই বীরেন্দ্র ভূমি মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা। মেদিনীপুরকে পশ্চিম বঙ্গের বৃহত্তম জেলা বলে দাবী করবার সুযোগ হয়ত আজ পেতাম না যদি বাঙ্গলার বীর সন্তান পুরুষসিংহ দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ এই জেলার এক নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ না করতেন।

১৯১০ সনে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট এই জেলা বিভাগে উদ্যোগী হলে বীরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কাঁথি সহরে "মেদিনীপুর জেলা বিভাগ বিরোধী সমিতি" গঠিত হয়।

* মহিষাদলে অনুষ্ঠিত 'চতুর্দশ বার্ষিকী দেশপ্রাণ স্মৃতি সভায়' পঠিত। উদ্ধৃত।

দেশপ্রাণ শাসমল মহাশয় নিজে জেলার বহুস্থানে সভা-সমিতি করেন ও যুক্তি-তর্কের দ্বারা জেলা বিভাগ অযৌক্তিক প্রমাণ করেন। তিনি "এডভান্স" পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন উহা পরে "মিদ্‌নাপুর পার্টিশন" নামে পুস্তকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। দেশ-প্রাণের তেজস্বিতা, বাগ্মিতা ও অকাট্য যুক্তিতর্কের ফলে মেদিনীপুর-বিভাগ-বিরোধী আন্দোলন সার্থক হয়, বৃটিশ ধুরন্ধরদের কূটনৈতিক চাল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৩১ সনে আবার যখন উড়িয়া বন্ধুগণ মেদিনীপুরকে উড়িষ্যার কুক্ষিগত করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে যান তখন 'দুরন্তর যম'বাসীর কোন সাড়া না পাওয়া গেলেও বীরেন্দ্রনাথ নিজে বীরবিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। ক্লান্ত সৈনিকগণের প্রাণে আশার সঞ্চার হওয়ায় নির্য্যাতিত জাতির মরাগাঙ্গে জোয়ার এল, জীবন্মৃত জাতি মৃতসঞ্জীবনীর পরশ পেয়ে আবার তাঁর ডাকে সাড়া দিল, যুদ্ধক্ষেত্র বিদূরিত হতে না হতেই দেশে আবার "সাজ—সাজ" রব পড়ে গেল।

কাঁথি "সরস্বতীতলায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "আমার দাদের মেদিনীপুরকে বাঙ্গলা মায়ের কোল হতে ছিনিয়ে নেবে কে? আমি কিছুতেই একে উড়িষ্যার কুক্ষিগত হতে দিব না। আমার প্রিয় দেশবাসীর সচেষ্টতা ও সহানুভূতি আমাদের যুদ্ধযাত্রার পথ সহজ ও সুগম করুক। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে মেদিনীপুর জননীর হৃদয় বিধা-বিভক্ত হয় ও উহার একাংশ উড়িষ্যার কবলে পড়ে, তখন আমার দেশবাসী আমার এই মৃতদেহের এই সরস্বতীতলায় পদদলিত করে উড়িষ্যায় চলে যাবেন। আমার প্রাণ থাকতে কোন ব্যাটাকে আমার মাতৃভূমির হৃদয় বিদ্ধ করতে দিব না।"

মেদিনীপুর বিভাগের ফলে বাঙ্গলার আয়তন শুধু যে ক্ষুদ্র হ'ত, তা নয়—এতে জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হত। দেশ-প্রাণ শুধু মেদিনীপুরের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করেননি, সংগ্রাম করেছেন সমগ্র বাঙ্গলার জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। মেদিনীপুর বিভাগের অপকারিতা অন্যে কেহ উপলব্ধি করতে না পারলেও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র-নাথ তা' মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন ও তার জন্য যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিলেন। তাই বলেই উত্তর-পুরুষগণ আজ বিচ্ছিন্ন বাঙ্গলার সঙ্কটময় পরিস্থিতি দেখে তাঁর মহান্ আদর্শ নির্ব্বিবাদে মেনে নিয়েছে।

মেদিনীপুর উড়িষ্যার কুক্ষিগত হলে বর্ত্তমান পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা কি দাঁড়ায়?

গত ১৯৩১ সনে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মানভূম জেলা কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিরূপে নিজেই এক প্রস্তাব উত্থাপন করে ঘোষণা করেছিলেন,—"যেহেতু মানভূম জেলার লোকসংখ্যার শতকরা উননব্বই জন বাংলা ভাষায় কথা বলেন, সেইজন্য এই সম্মেলন মনে করে যে, যখন দেশ স্বাধীন হইবে এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন হইবে, তখন মানভূম জেলা বাংলা দেশের সঙ্গে পুনঃ মিলিত হইবে"।

এমন কি নয়াদিল্লীতে গত ১৬ই নভেম্বর (১৯৪৮) তারিখে অন্ধ প্রদেশবাসীদের সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া বলেন যে, "ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং উহা মানিয়া লওয়া উচিত। বৃটিশ সরকার নিজেদের সুবিধার জন্য যে কৃত্রিম সীমানা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন আমাদের তাহা পরিবর্ত্তন করা উচিত"।

স্বাধীনতা লাভের আগে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড ঘোষণা করেছিলেন—"ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করা হবে"। বর্ত্তমানে সেই ঘোষণার কথা যাতাতে কাজে পরিণত হয় আমরা সেই জন্য তাঁদের ঘোষণার প্রতিধ্বনি করে দাবী জানাই যে, বৃটিশরা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বাঙ্গলার যে সকল বাংলা-ভাষা-ভাষী অঞ্চল বাঙ্গলা হতে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন প্রদেশের কুক্ষিগত করেছে, তা' আবার পশ্চিম বাংলার সঙ্গে মিলিত হউক।

গত ৩০শে মে, ১৯৪৮ তারিখে মেদিনীপুরে "পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলনে" ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় ও জনসাধারণের

ঐকান্তিক সহযোগিতায় বাংলার হারানো অংশ সিংহভূম, মানভূম, ধলভূম, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, খরসোয়ানো, সেরাই কেল্লা প্রভৃতি রাজ্য অচিরে পশ্চিম বঙ্গের সহিত সংযুক্ত হউক। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত বলবৎ হউক—বাংলার দাবী পূর্ণ হউক।

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা-রচিত

দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাহিনী,	১ম ভাগ	৩৷৷০
... ...	২য় ভাগ	৪৷৷০
সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি	১ম ভাগ	৬৲
...	২য় ভাগ	৬৲
...	৩য় ভাগ	৬৲
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য		২৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—ওরিয়েণ্টাল বুক এজেন্সী, ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—সৈন্যবাহিনীতে বাঙালী। পল্লী-অঞ্চলে চরম দুর্দশা। সরকারী কাজে বাংলা ভাষা। ৩৪

আর্থিক ভারত ঃ—বস্ত্রশিল্পে শ্রমিক-বিরোধ। পাকিস্তানে ও ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেট। ৩৪

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—ইক্-পাক্ ইস্পাত আলোচনা। বিশ্বের চাউল উৎপাদন। নিকট ও মধ্য-প্রাচ্যে তৈলোৎপাদন। পাকীস্তানে তুলাচাষের পূর্ব্বাভাষ। ৩৬

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—পাকিস্তান বাজেট সম্বন্ধে প্রিনসিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ। কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জ্জীর স্বাস্থ্য-বক্তৃতা। ৩৭

মোলাকাৎ ঃ—রাষ্ট্রভাষা ৩৯

পত্রিকা-জগৎ ৪০

সমালোচনা ৪১

গ্রন্থপঞ্জী ৪২

প্রবন্ধ ঃ—বাংলার দাবী
শ্রীপ্রবীরকুমার বেরা ৪২

২, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।